ড. শাইখ মাহমুদ মিসরি

সফলতার হাতিয়ার

অনুবাদ

আল-আমিন ফেরদৌস
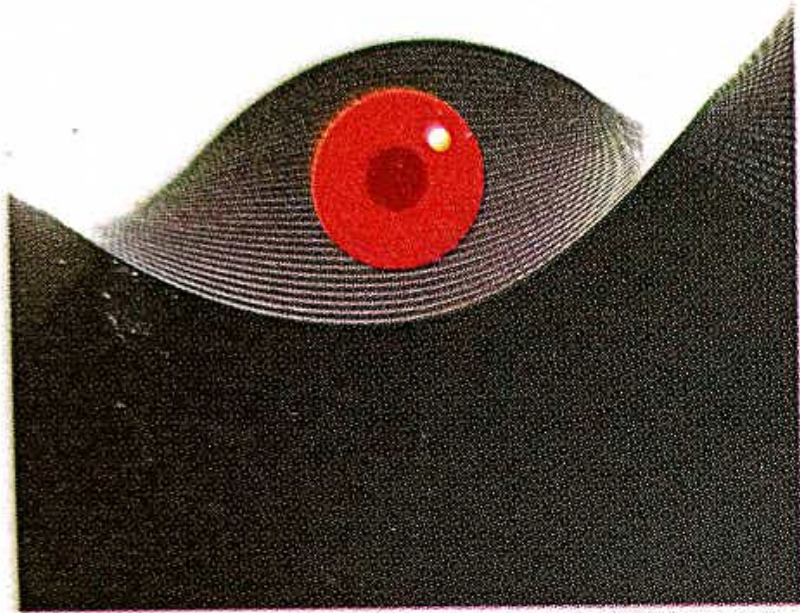
মুহাম্মদ

আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য রয়েছে অধিক পবিত্রতা। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন।

[সুরা নুর, আয়াত : ৩০]

সফলতার হাতিয়ার

ড. শাইখ মাহমুদ মিসরি

অর্পণ...

মাওলানা জহিরুল ইসলাম খান,
আমার শ্রদ্ধেয় নানাজান,
বেঁচে থাকলে আজ তিনি
না জানি কত খুশি হতেন,
তাঁর হাতে আমার এ সামান্য
অর্জন তুলে দিতে পারলে,
আমারও অনেক অনেক
ভালো লাগত।

—আল-আমিন ফেরদৌস

প্রকাশকের কথা

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'দৃষ্টিই যৌন লালসা উদ্বোধক। কাজেই এ দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ মূলত যৌনাঙ্গেরই সংরক্ষণ।'

তা ছাড়া বর্তমানে ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মুক্তচিন্তার নামে সর্বত্র নষ্টামি ও নোংরামির যে চর্চা শুরু হয়েছে, তা মানুষকে লাজ-শরম ভুলে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় লিপ্ত করছে; যুবকদের দেহমনে লাগিয়ে দিচ্ছে যৌবনের আগুন। ফলে তারা আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, নিমজ্জিত হচ্ছে সীমাহীন পাপাচারে। এসবের কারণ অনুসন্ধান করলে সর্বাগ্রে যে-হেতুটি পাওয়া যায়, তা হলো—দৃষ্টির অসংযত ব্যবহার।

কীভাবে করবেন নজরের হেফাজত! নজরের হেফাজত করলে কী পুরস্কার রয়েছে আপনার জন্য? বিপরীতে কুদৃষ্টির ফলে

কী শাস্তি অপেক্ষা করছে, তারই অনবদ্য গ্রন্থনা—'নজরের হেফাজত : সফলতা হাতিয়ার'।

বইটি অনুবাদ করেছেন আল-আমিন ফেরদৌস। এটিই তাঁর প্রথম অনুবাদ নয়; ইতিপূর্বে বেশ চমৎকার কিছু বই তিনি আমাদেরকে উপহার দিয়ে পাঠকহৃদয় জয় করে নিয়েছেন। আশা করি তার এ বইটিও পাঠককে বেশ আকৃষ্ট করবে। আল্লাহ কবুল করুন আমিন।

বইটি যথাসাধ্য সাবলীল ও নির্ভুলের চেষ্টায় আমরা কমতি করিনি; কিন্তু মানুষ ভুল, অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়, ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। অসতর্কতাবশত ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভাষাপ্রয়োগে জটিলতা বা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে সকল ব্যাপারে আমাদের অবহিত করবেন বলে আশা রাখি।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রি.

অনুবাদকের কথা

শায়খ মাহমুদ মিসরির এ বইটির আরবি নাম 'كيف تغض بصرك'। শাব্দিক অর্থ করলে দাঁড়ায়—কীভাবে দৃষ্টি সংযত রাখবেন। আমরা নাম দিয়েছি, 'নজরের হেফাজত : সফলতার হাতিয়ার'।

সত্যি বলতে কি, বইটি আদ্যোপান্ত পড়লে আপনার মনেও এই অনুভূতি জাগবে। আমার বিশ্বাস—কুরআন, হাদিস ও মনীষীদের বাণীতে সাজানো এ বইটি যে কাউকেই স্পর্শ করবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের এ-কথাগুলো হয়তো আপনারও পড়া হয়েছে, অথবা শোনা হয়েছে আলিমদের মুখে মুখে। কিন্তু লেখক এখানে যে দরদ নিয়ে কথাগুলো বলেছেন, তা আমাকে ভীষণভাবে প্রকম্পিত করেছে। ফলে অনুবাদ করতে গিয়ে থেমে থেমে দুআ করেছি, আর এখন পাঠকদের জন্য দুআ করছি—আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে এ কথাগুলোর ওপর আমল করার তাওফিক দান করেন।

সত্যি বলতে কি—একজন পাঠক হিসেবে বইটি চোখে পড়ামাত্রই আমাকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। যদিও লেখক সম্পর্কে তখনও আমার কোনো অবগতি ছিল না। তবুও বইটি যতই পড়েছি, ততই মুগ্ধ হয়েছি—লেখকের প্রতি, তাঁর লিখনীর প্রতি। পরে মুহতারাম প্রকাশককে জানালে তিনি অনুবাদের ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। লেখক সম্পর্কে তার অবগতির কথাও বলেন। যা আমরা সংক্ষেপে তুলে ধরেছি।

সবশেষে, আল্লাহর যে বান্দারা তাঁকে ভয় করে এবং ভালোবেসে নজরের হেফাজত করতে চান, কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে বারবার পদস্খলিত হোন, তাদের জন্য এ পুস্তিকাটি সাথে রাখা এবং বারবার পড়া খুবই উপকারী হবে বলে মনে করছি।

তা ছাড়া সকল শ্রেণির পাঠকদের প্রতি খেয়াল রেখে অনুবাদ যথাসাধ্য সহজ ও সাবলীল করতে চেষ্টা করেছি। এরপরও কোনো ত্রুটি বিজ্ঞ পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে জানবেন, এই অনুরোধ করে রাখছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের এ সামান্য মেহনত কবুল করে নিন। সকল গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফিক দিন। নজর হেফাজতের মতো কঠিন আমলটি সহজ করে দিন। আমিন।

—আল-আমিন ফেরদৌস
alaminfrds@gmail.com
fb.com/alaminfrds

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার। আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি; তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি। অন্তরের অনিষ্ট এবং কর্মের মন্দত্ব থেকে তাঁর কাছেই আশ্রয় কামনা করি। তিনি যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না। আর তিনি যাকে বিপথগামী করেন, তাকে কেউ সুপথে আনতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহা নেই; তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا
تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ .

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো। আর অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০২]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো—যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে-অপরের নিকট মিনতি করে থাক এবং আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন। [সুরা নিসা, আয়াত : ১]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো; তাহলে তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহযাব, আয়াত : ৭০-৭১]

প্রিয় পাঠক, দৃষ্টিসংযম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম জাতি—বিশেষত মুসলিম যুবক-যুবতিদের যে উদাসীনতা, তার পরিণাম নিয়ে চিন্তা করলে যে-কারো চোখ থেকে অশ্রুর বদলে নিশ্চিত খুন ঝরবে। কারণ, বর্তমান সমাজে পুরুষরা যেমন নারীদের থেকে দৃষ্টি সংযত রাখছে না, তেমনি পুরুষদের দিকে নারীদের দৃষ্টিপাতও বেশ বেপরোয়া। এর কারণ সম্ভবত ধর্মীয় অনুশাসনের দুর্বলতা এবং আল্লাহর ব্যাপারে মানুষের মাত্রাতিরিক্ত উদাসীনতা। অথচ মহান আল্লাহ তো এমন সত্তা, যিনি চোখের সকল খেয়ানত সম্পর্কে জানেন, মানব-মনে লুক্কায়িত সবকিছুই দেখেন।

তা ছাড়া বর্তমানে ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মুক্তচিন্তার নামে সর্বত্র নষ্টামি ও নোংরামির যে চর্চা শুরু হয়েছে, তা মানুষকে লাজ-শরম ভুলে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় লিপ্ত করছে; যুবকদের দেহমনে লাগিয়ে দিচ্ছে যৌবনের আগুন। ফলে তারা আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, নিমজ্জিত হচ্ছে সীমাহীন পাপাচারে। এসবের কারণ অনুসন্ধান করলে সর্বাগ্রে যে-হেতুটি পাওয়া যায়, তা হলো—দৃষ্টির অসংযত ব্যবহার।

উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির লাগাম ছেড়ে দেয়, কামনা-বাসনা তাকে নিয়ে পাগলা ঘোড়ার মতো দিগ্বিদিক ঘুরে বেড়ায়। কারণ, প্রবৃত্তির চাহিদার কোনো শেষ নেই, কামনা-বাসনার কোনো সীমা নেই। যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট, অঢেল সম্পদও তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। আদম সন্তানের স্বভাব হলো—যদি তার দুটি স্বর্ণ-উপত্যকা থাকে, তবে সে তৃতীয়টির পেছনে নিরলস ছুটতে থাকে। কেবল কবরের মাটিই পারে মানুষকে পরিতৃপ্ত করতে; অন্যকিছু নয়।

লোভাতুর দৃষ্টিতে পরনারীকে উপভোগ করায় অভ্যস্ত ব্যক্তির অবস্থাও ঠিক এমনই। তার অন্তরে নারীর প্রতি যে কামনা-বাসনা তৈরি হয়ে আছে, তা পূরণ করার কোনো উপায় এ দুনিয়াতে নেই।

শাইখ আলি তানতাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আচ্ছা, যদি তোমাকে কারুনের মতো সম্পদশালী ও হারকিউলিসের মতো শক্তিমান করা হয়; এবং তোমার সঙ্গিনী হয় দশ হাজার সুন্দরী রমণী, তবে কি তোমার অতৃপ্ত হৃদয় তৃপ্ত হবে বলে মনে

করো? না, কস্মিনকালেও না—এ কথা আমি যেমন উঁচু আওয়াজে বলতে পারি, তেমনি কাগজ-কলমেও লিখে দিতে পারি। তবে হ্যাঁ, বৈধ উপায়ে একজনই স্ত্রীই তোমার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। আর হ্যাঁ, আমার এ-কথার দলিল খুঁজতে এসো না। আশেপাশে তাকালে তুমি নিজেই অসংখ্য দলিল পেয়ে যাবে।'[১]

নিঃসন্দেহে নারীসংক্রান্ত ফিতনাই[২] মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনা। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ .

আমার অবর্তমানে আমি মানুষের মধ্যে নারীদের চেয়ে ভয়ংকর আর কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।[৩]

আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে বলেন—

خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। [সুরা নিসা, আয়াত : ২৮]

---

[১] *ফাতওয়া আলি আত-তানতবি*, পৃষ্ঠা : ১৪৬

[২] ফিতনা : পরীক্ষার বিষয় বা মাধ্যম।—অনুবাদক

[৩] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং ৫০৯৬

ইমাম তাউস রাহিমাহুল্লাহ এ-আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, '(দুর্বলতার অর্থ হলো,) নারীদের দিকে তাকালে সে আর নিজেকে সংবরণ করতে পারে না।'[৪]

উল্লিখিত এ বিষয়গুলো সামনে রেখে সংক্ষিপ্ত এ পুস্তিকাটি রচনা করা হয়েছে। এতে আমি মুসলিম ভাই-বোনদের কাছে দৃষ্টিসংযম সম্পর্কিত কিছু উপদেশ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। নজরের হেফাজত নিঃসন্দেহে অনেক কঠিন। কিন্তু আল্লাহ যার জন্য সহজ করে দেন, তার জন্য খুবই সহজ। তাই আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইব, তাঁর দয়ায় হয়তো আমাদের জন্যও তা সহজ হয়ে যাবে।

হে আল্লাহ, আপনি মুসলিম যুবক-যুবতিদের দৃষ্টি সংযত রাখার তাওফিক দিন, যেন তারা জান্নাতে আপনার দর্শন লাভে ধন্য হতে পারে।—আমিন!

সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মদ, ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম।

দয়াময়ের দয়ার ভিখারি

—(আবু আম্মার) মাহমুদ মিশরি

---

[৪] ইবনুল জাওযি রহ. কৃত *জাম্মুল হাওয়া*; পৃষ্ঠা ১৭৯

লেখক পরিচিতি

শাইখ আবু আম্মার মাহমুদ মিসরি। আরববিশ্বে সাড়াজাগানো লেখক ও দাঈ। ১৯৬২ সালে মিসরের কায়রো জেলায় ঐতিহ্যবাহী মিসরি ধার্মিক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনে প্রথমে তিনি হুলওয়ান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজসেবা বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন। এরপর শুরু হয় তাঁর সুদীর্ঘ ইলমি সফর।

নিজের ইলমি সফর সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমার এ-সফর একটু বিলম্বে শুরু হয়েছিল। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে আমি কুরআন কারিমের হিফজ সম্পন্ন করেছি। এরপর আমি 'সহিহুল বুখারি' ও 'সহিহু মুসলিম'সহ বেশ কয়েকটি হাদিসগ্রন্থ মুখস্থ করেছি। কুরআন কারিমের অধিকাংশ তাফসিরগ্রন্থ পাঠ করেছি। এ ছাড়া ফিকহ ও সিরাতসহ ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করেছি।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি কখনোই আমার প্রতি আমার উস্তাদ—শাইখ মুহাম্মদ আবদুল মাকসুদ, শাইখ আবু ইসহাক,

শাইখ মুহাম্মদ হাসসান এবং জামিয়াতুল আজহারের তাফসির বিভাগের শিক্ষক ড. জাকি আবু সারিয়ার অনুগ্রহের কথা ভুলতে পারব না। আল্লাহ তাঁদের সকলকে উত্তম বিনিময় দিন।'

শাইখ মাহমুদের ইলমি সফর শুধু মিসরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইলমের তৃষ্ণা নিবারণে তিনি পাড়ি জমিয়েছেন সৌদি আরবে। সেখানে তিনি একাধিক ইসলামিক স্কলারের সান্নিধ্যে থেকে ইলম অর্জন করেন। শাইখ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইলের কাছ থেকে 'কুতুবে সিত্তাহ'সহ ইলমে দ্বীনের সকল শাখার ইজাযত লাভ করেন। তিনি কায়রোতে অবস্থিত আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রিও লাভ করেন।

ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত মূল্যবান গ্রন্থ সংখ্যা ছিয়াশিটি। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো— 'সিরাতুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম', 'আসহাবুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম', 'কাসাসুল কুরআন, 'সাহাবিয়াতু হাওলির রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম', 'রিহলাতু ইলা দারিল আখিরাহ', 'ইরশাদুস সালিকিন ইলা আখতাইল মুসলিহিন' ইত্যাদি।

সূচিপত্র

নজরের হেফাজত-২৩

ইমাম ইবনুল কাইয়িম
রাহিমাহুল্লাহ বলেন,
'দৃষ্টিই যৌন লালসা উদ্বোধক।
কাজেই এ দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ
মূলত যৌনাঙ্গেরই সংরক্ষণ।'

নজরের হেফাজত

দৃষ্টিসংযম কী?

'দৃষ্টিসংযম হলো—ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী যা দেখা হারাম, তা থেকে দৃষ্টি সংযত রাখা, যা দেখা হালাল, কেবল সেদিকেই দৃষ্টিপাত করা। হারাম সবকিছু উপেক্ষা করে যাওয়ার ব্যাপারেও এই হুকুম প্রযোজ্য। কিন্তু এরপরও যদি আকস্মিক এবং অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে হারাম কিছু চোখে পড়েই যায়, তবে তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নিতে হবে।'[১]

আমরা জানি, জিনা-ব্যভিচারের মতো জঘন্য ও অশ্লীল কাজের সূত্রপাত ঘটে অসংযত দৃষ্টিপাত থেকে। কিন্তু এই ছোট্ট, অথচ ভয়ংকর রোগে আজ পুরো জাতি আক্রান্ত। অধিকাংশ মুসলিম আজ অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় লিপ্ত।

---

[১] *তাফসিরু ইবনু কাসির*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৯৮।

অথচ, এই নোংরামো ও নির্লজ্জতার কারণে চারদিকে শত্রুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঝগড়াবিবাদ লেগে থাকছে, অবৈধ সন্তান জন্ম নিচ্ছে, বংশ-পরম্পরা নষ্ট হচ্ছে; কিন্তু সে খবর কে রাখে?

কুদৃষ্টি থেকে হয় অগণিত গুনাহের উৎপত্তি

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মানুষ যত গুনাহে লিপ্ত হয়, তার অনেকগুলোর মূলে থাকে কুদৃষ্টির প্রভাব। কারণ, চোখের দেখা থেকেই প্রথমে মানব-মনে 'কুমন্ত্রণা' সৃষ্টি হয়। এরপর সেই কুমন্ত্রণা থেকে সৃষ্টি হয় 'কুচিন্তা'। কুচিন্তা থেকে আবার জন্ম নেয় 'কুপ্রবৃত্তি'। এবার এই কুপ্রবৃত্তি মনের ভেতরে 'আকাঙ্ক্ষা' তৈরি করে। এরপর সেই আকাঙ্ক্ষা রূপ নেয় 'দৃঢ় সংকল্পে'। অতঃপর যা ঘটার, তো সে ঘটিয়েই ফেলে, যদি-না তাকে কেউ বাধা দেওয়ার থাকে। এজন্য বলা হয়, নজরের হেফাজত যতটা কঠিন, তারচেয়ে অনেক বেশি কঠিন কুনজর-ঘটিত বিপদ থেকে বাঁচা বা তাতে ধৈর্যধারণ করা।'[২]

অধিকাংশ গুনাহের কারণ অসংযত দৃষ্টি ও বাক-অসংযম

সাধারণত অধিকাংশ গুনাহের সূত্রপাত ঘটে কথার আধিক্য এবং যত্রতত্র দৃষ্টিপাত থেকে। শয়তান এ-দুটি হাতিয়ার ব্যবহার করে মানুষকে সবচেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট করে। কারণ,

---

[২] *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া*, পৃষ্ঠা : ১৮৬।

খাবার খেয়ে পেটের ক্ষুধা দূর করা যায়। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত জবান ও অসংযত চোখের ক্ষুধা দূর করার কোনো উপায় এ জগতে নেই। তাই এ-দুটিকে সংযত না রাখা গেলে, দেখা ও বলার চাহিদা কখনোই শেষ হয় না। ঠিক যেমন লোকমুখে প্রচলিত আছে—চারটি চাহিদা কখনো শেষ হবার নয় : এক. দেখার প্রতি চোখের চাহিদা, দুই. তথ্য-উপাত্ত শোনার প্রতি কানের চাহিদা, তিন. বৃষ্টির প্রতি শুকনো ভূখণ্ডের চাহিদা, চার. পুরুষের প্রতি নারীর চাহিদা।

আজ পত্র-পত্রিকা, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, মোবাইলের স্ক্রিন ও টিভির মনিটরসহ সবখানে অশ্লীল দৃশ্যের ছড়াছড়ি। মানুষ এসবের নেশায় বুঁদ হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। অথচ কী ছিল তাদের রবের প্রতিশ্রুতি। আফসোস! হায় আফসোস!!

'নজর' হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত এক বিষাক্ত তির

সত্যিকার অর্থেই কুনজর মানুষের মনে বিষাক্ত তিরের মতো বিদ্ধ হয় এবং হৃদয়ের সবটুকু জুড়ে এর বিষক্রিয়া ছড়িয়ে যায়। শয়তান মানুষকে বিপথে নেওয়ার জন্য যত রকম পাঁয়তারা করে, এ-নজর তারমধ্যে অন্যতম। নজরকে যে অসংযত রাখে—আল্লাহর কসম—তার বালা-মুসিবতের কোনো শেষ থাকে না।

মনে রাখতে হবে, শয়তান একদিকে পরনারীকে পুরুষদের চোখে আকর্ষণীয় করে দেখাতে চেষ্টা করে; অপরদিকে আর নিজ স্ত্রীর প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে—যদিও সে হোক-না অপরূপা সুন্দরী। তাই আসুন, পরনারীর প্রতি চোখ পড়ামাত্রই

আমরা আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই এবং আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে অবিরত আশ্রয় প্রার্থনা করি।

'চোখ' হৃদয়ের প্রধান কপাট

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'অন্তরের গভীরে প্রবেশ করার সবচেয়ে বড় দরোজা হলো চোখ। অনুভূতিকে প্রকম্পিত করে তোলার অন্যতম উপায়ও এটি। ফলে মানুষের অধিকাংশ পদস্খলন ঘটে এই চোখের কারণে। এজন্য এ বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা চাই। যাবতীয় হারাম বিষয়, এমনকি ফিতনা সামান্য আশঙ্কা রাখে—এমন সবকিছু থেকে নজরকে হেফাজত রাখা চাই।'[৩]

অসংযত দৃষ্টি মানুষের মান-সম্মান ক্ষুণ্নকারী

একজন সম্মানী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যত্রতত্র দৃষ্টিপাত—নিঃসন্দেহে তার সম্মানের জন্য হানিকর। জেনে অবাক হবেন, জাহিলি যুগের সেই বরবর মানুষদের মধ্যেও এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, উন্নত চরিত্রের কোনো পুরুষ কখনো পরনারীর দিকে তাকায় না। এ প্রসঙ্গে আল্লামা কাহতানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

> 'পরনারীর প্রতি যাদের থাকে দৃষ্টি লোভাতুর,
> তারা তো মাংস নিয়ে কাড়াকাড়ি করা কুকুর।'

---

[৩] *তাফসিরু কুরতুবি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৮।

কিন্তু অত্যন্ত আফসোস ও পরিতাপের বিষয় এই যে, এ-যুগের অধিকাংশ মুসলিম পরনারীদের থেকে নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখেন না, রাখার প্রয়োজনও মনে করেন না। অনেক যুবকের তো রাস্তা-ঘাটে নারী-দর্শনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যাসেই পরিণত হয়ে গিয়েছে। দুঃখ নিয়ে বলতে হয়, পরনারীর দিকে দৃষ্টিপাত গর্হিত কাজ জেনে জাহিলি যুগের মূর্খরা যে কাজটি করত, সভ্যতা ও ভদ্রতার দাবিদার এই আমাদের পক্ষে আজ সেটুকুও সম্ভব হয় না।

দৃষ্টিসংযম আবশ্যক হওয়ার দলিল

হারাম জিনিস থেকে নজর হেফাজত করা ওয়াজিব—এ মর্মে কুরআন কারিম ও হাদিসে অসংখ্য দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহর কসম—দৃষ্টিসংযম সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহে যদি একটি দলিলও বর্ণিত না হতো, তবুও একজন মুসলিমের চারিত্রিক পবিত্রতা তাকে এমন অশুভ কাজ থেকে বাধা দেওয়ার কথা ছিল।

কুরআনে বর্ণিত কয়েকটি দলিল

প্রথমে আমরা কুরআন কারিমে উল্লিখিত এমন কিছু আয়াত পেশ করছি, যা থেকে দৃষ্টিসংযম আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

প্রথম দলিল : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

> আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য রয়েছে অধিক পবিত্রতা। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন। **[সুরা নুর আয়াত : ৩০]**

এখানে আমরা লক্ষ করছি যে, আল্লাহ তাআলা আয়াতে কারিমায় কেবল মুমিনদের সম্বোধন করেছেন। কেননা, মুমিন ও মুত্তাকিরাই আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়; কারণ তাদের অন্তর থাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ।

আল্লামা ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ উল্লিখিত আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে বলেন, 'এ আদেশ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর মুমিন বান্দাদের প্রতি—তাদের জন্য যা দেখা হারাম করা হয়েছে, তা থেকে তারা নজর হেফাজত করবে। তারা নিষিদ্ধ কোনোকিছুর দিকে তাকাবে না; হারাম সবকিছু থেকে নজরকে হেফাজত করবে; যদি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে হারাম কিছু চোখে পড়েই যায়, তবে তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নেবে।'[৪]

---

[৪] *তাফসিরু ইবনু কাসির*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৮২।

আল্লামা সা'আদি রাহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'অর্থাৎ, আপনি মুমিনদের নির্দেশনা দিন, তাদের বলুন—যারা ঈমানদার, তারা যেন ঈমানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিষয়াবলি থেকে বিরত থাকে। তারা যেন অন্যের সতর, বেগানা নারী এবং ফিতনার কারণ হতে পারে এমন সুশ্রী বালকদের থেকে নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে। তা ছাড়া এমন চাকচিক্যময় জিনিস থেকেও নজরকে হেফাজতে রাখা চাই, যা দেখার কারণে গুনাহে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'

'তারা যেন অবৈধ উপায়ে কোনোরকম সম্ভোগে লিপ্ত না হয়—হোক তা যোনিপথে, পায়ুপথে কিংবা ভিন্ন কোনো উপায়ে। পাশাপাশি, তারা যেন পরনারীকে স্পর্শ করা কিংবা দেখা থেকে বিরত থাকে। চোখ ও যৌনাঙ্গের এই সংযম তাদের জন্য অধিক পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির কারণ হবে; তাদের আমলকে বৃদ্ধি করবে। কারণ, যে ব্যক্তি নিজের চক্ষু ও যৌনাঙ্গ সংযত রাখবে, সে এমনিতেই অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। একই সাথে নফস যে-সকল মন্দ কাজের প্রতি প্ররোচিত করে, তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তার আমলও পরিশুদ্ধ হবে।'

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সামান্য ত্যাগও স্বীকার করবে, আল্লাহ তাকে তার ত্যাগের চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করবেন। আর যে ব্যক্তি নজরের হেফাজত করবে, আল্লাহ তার অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেবেন। কারণ, যে বান্দা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা উপেক্ষা করে হারাম সবকিছু থেকে

নিজের চোখ ও যৌনাঙ্গ হেফাজতে রাখে; অন্যান্য খারাপ কাজ থেকে তো সে এমনিতেই দূরে থাকে।'

'একারণে আল্লাহ তাআলা 'হেফাজত' বা 'সংরক্ষণের' কথা বলেছেন। কেননা, 'মাহফুজ' তথা সংরক্ষিত কিছু হেফাজতের পেছনে যদি হাফিজ তথা সংরক্ষণকারীর কোনো ভূমিকাই না থাকে; সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় অবলম্বনের ব্যাপার যদি নাই ঘটে, তবে তো আর সেটাকে হেফাজত বলা যায় না। নজর ও যৌনাঙ্গ হেফাজতের বিষয়টি ঠিক তেমনই। অপরদিকে বান্দা যদি এ-দুটি অঙ্গ হেফাজতের পেছনে সচেষ্ট না হয়, তবে এগুলো তার জন্য ভীষণ বিপদ ও মারাত্মক ফিতনার কারণ হয়ে যেতে পারে।'[৫]

উলামায়ে কিরাম বলেন, 'আয়াতে কারিমায় 'يغضوا' শব্দটি 'বিবৃতিমূলক ক্রিয়া' হলেও এর আগে একটি 'অনুজ্ঞামূলক ক্রিয়া' উহ্য রয়েছে৷ আর এখানে অনুজ্ঞামূলক ক্রিয়াটি উল্লেখ না করে কেবল বিবৃতিমূলক ক্রিয়া উল্লেখ করার কারণ হলো—মুমিন তো এমনই হবে—তাকে দৃষ্টিসংযমের আদেশ করামাত্রই সে তা পালন করবে।'

এ হিসেবে আয়াতের মূলরূপ দাঁড়াবে এমন— قل للمؤمنين غضوا يغضوا... অর্থাৎ, 'আপনি মুমিনদের বলুন, তোমরা দৃষ্টি সংযত রাখো, অতঃপর তারা দৃষ্টি সংযত রাখে...।'

---

[৫] *তাফসিরুস সা'আদি*, পৃষ্ঠা : ৭৮৬।

সর্বোপরি মুমিনের শান তো এমনই হওয়া উচিত, যেমনটি কুরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا .

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ নেই। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। [সুরা আহযাব, আয়াত : ৩৬]

এই আদেশ নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি

কেউ যেন এমনটি মনে না করে যে, দৃষ্টিসংযমের আদেশ কেবল পুরুষদের প্রতি। বিষয়টি মোটেও এমন নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা পুরুষদের আদেশ করার পরপরই নারীদের উদ্দেশে ইরশাদ করেন—

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ.

> আপনি ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। [সুরা নুর, আয়াত : ৩১]

'এটি যেমন মুমিন নারীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ, তেমনি তাদের স্বামী তথা মুমিন বান্দাদের জন্য আত্মমর্যাদারও বিষয়। অপরদিকে এটিই তাদের ও জাহিলি যুগের মুশরিক নারীদের মধ্যে অন্যতম পার্থক্যরেখা।'[৬]

আর এ-বিষয়টি অনস্বীকার্য যে, নারীর প্রতি পুরুষের যেমন দুর্বলতা রয়েছে, তেমনি পুরুষের প্রতিও রয়েছে নারীর দুর্বলতা। পুরুষ যেমন নারীর প্রতি আসক্তি অনুভব করে, তেমনি নারীর মনেও জাগে পুরুষের প্রতি কামনা-বাসনা। আর এই আসক্তি ও কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণে না থাকলেই মূলত সমাজে বিশৃঙ্খলা ও বেহায়াপনা ছড়িয়ে পড়ে। এসব থেকে রক্ষা করতেই আল্লাহ তাআলা দৃষ্টিসংযমের আদেশ দিয়েছেন, যা এক্ষেত্রে ঢালস্বরূপ।

যৌনাঙ্গের আগে চক্ষু হেফাজতের আদেশ কেন?

কুরআন কারিমে গোপনাঙ্গ সংযত রাখার পূর্বে চোখ হেফাজতে রাখার আদেশ করা হয়েছে। এর কারণ হলো—চোখ বা নজর মূলত জিনা-ব্যভিচারের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করে। যেহেতু জিনা-ব্যভিচার মারাত্মক অপরাধ। আবার

[৬] *তাফসিরু ইবনু কাসির*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৮৩।

সুযোগ পেলে তা থেকে বেঁচে থাকাও অধিক কঠিন, তাই এসবের উদ্দীপক—কুদৃষ্টি থেকেই বেঁচে থাকতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, কুদৃষ্টিই মূলত পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার প্রথম ধাপ। আর দৃষ্টিসংযম অন্তরস্থ রোগ প্রতিরোধে বেশ কার্যকরী।

দুটি সূক্ষ্ম বিষয়

প্রথমত, আল্লাহ তাআলা দৃষ্টিসংযম ও যৌনাঙ্গ হেফাজতের বিষয় দুটি পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। কারণ, প্রতিটি অশ্লীল কাজ সাধারণত কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়। যার প্রথম ধাপ হলো দৃষ্টির অসংযত ব্যবহার। একজন পুরুষ যখন পরনারীর দিকে বেপরোয়া দৃষ্টিপাত করে, তখন তার মনে সেই নারীর রূপসৌন্দর্য নানারকম জল্পনা-কল্পনা তৈরি করে। হৃদয়ের গভীরে এই জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে। একপর্যায়ে সে আর নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে লিপ্ত হয় পাপাচারে, অশ্লীল কাজে। একারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ

করবে, তখন তো শয়তান অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের আদেশ করবেই। [সুরা নুর, আয়াত : ২১]

শয়তান সর্বদা মানুষের জন্য তার জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে ওঁত পেতে আছে। এজন্য পদে পদে যে ব্যক্তি ফিতনার দিকে উঁকি দেয়, ফিতনা তাকে একদম তলানিতে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তাআলা কেন বললেন, 'قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ'[৭] দেখুন, আল্লাহ তাআলা দৃষ্টিসংযমের বেলায় 'مِن' তথা, 'থেকে' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অপরদিকে যখন 'وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ'[৮] বলে যৌনাঙ্গ হেফাজতের আদেশ দিয়েছেন, তখন আর 'مِن' শব্দটি ব্যবহার করেননি। কিন্তু কেন?

এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, মুসলিমদের ওপর সর্বাবস্থায়ই যৌনাঙ্গের সদ্ব্যবহার আবশ্যক। কিন্তু দৃষ্টিসংযমের বিষয়টি একটু ভিন্ন—এই অর্থে যে, এমন অনেক পরিস্থিতি তৈরি হয়, যেখানে মৌলিকভাবে দৃষ্টি সংযত রাখা আবশ্যক হলেও বিশেষ প্রয়োজনে পরনারীর দিকে দৃষ্টিপাত পুরুষের জন্য বৈধ বলা হয়। উদাহরণত : বিয়ের উদ্দেশ্যে কনের দিকে তাকানো, সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য নারী সাক্ষীর দিকে তাকানো, নারী

---

[৭] অর্থাৎ 'আপনি মুমিনদের বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে।' [সুরা নুর, আয়াত : ৩০]

[৮] অর্থাৎ, 'যেন তারা যৌনাঙ্গের হেফাজত করে।' [সুরা নুর, আয়াত : ৩০]

ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে রোগীর নির্দিষ্ট অঙ্গের দিকে তাকানো। তবে এসকল ক্ষেত্রে অন্তত একজন প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান মাহরামের উপস্থিতি আবশ্যক।

কুরআন থেকে দ্বিতীয় দলিল

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

> তিনি জানেন—চোখ যে খেয়ানত করে এবং অন্তর যা গোপন করে রাখে। [সুরা গফির, আয়াত : ১৯]

আল্লাহ তাআলা এ-আয়াতে কারিমায় জানিয়ে দিলেন যে, তিনি ছোট-বড়ো, দূরে-কাছে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সূক্ষ্ম-ভারি, তুচ্ছ-দামি—সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। এ-বিষয়টি খেয়াল করে যেন বান্দা আল্লাহর অবগতির ব্যাপারে সতর্ক থাকে; তাঁর প্রতি লজ্জাবনত থাকে; তাঁকে যথাযথভাবে ভয় করে এবং মনে রাখে—তিনি স্পষ্টভাবে তাকে দেখছেন। এ ছাড়াও তিনি চোখের খেয়ানত সম্পর্কে জানেন, যদিও কেউ আমানতদার সাজতে চায়। তিনি অন্তরে লুক্কায়িত বিষয়াবলি সম্পর্কেও জানেন, যদিও সে তা গোপন রাখতে চায়।

চোখের সকল খেয়ানত আল্লাহ তাআলা খুব ভালো করে জানেন। চোখের খেয়ানত কী, তা স্পষ্ট করেছেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। (তিনি বলেন) 'চোখের খেয়ানতের উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির দৃষ্টিপাতের

মতো, যে লোকজনের উপস্থিতিতে কোনো বাড়িতে প্রবেশ করল। আর সেখানে সকলের সামনে দিয়ে অতিক্রম করল কোনো সুন্দরী নারী। এমতাবস্থায় লোকেরা তার থেকে অমনোযোগী হলেই সে নারীটির দিকে তাকায়, আবার মনোযোগী হলে দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। অনুরূপভাবে, তারা বেখেয়াল থাকলেই সে ওই নারীর দিকে তাকায়, আবার খেয়াল করলেই না দেখার ভান করে।'

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমার! আপনি কি কখনো এভাবে ভেবে দেখেছেন? আপনি কি কখনো অনুধাবন করেছেন—কোনো নারীর দিকে আপনার দৃষ্টিপাত আল্লাহ তাআলা এতটা ভালোভাবে দেখেন; এমনকি আপনি যা অন্তরে লুকিয়ে রাখেন তাও তিনি জানেন।

হজরত জুনাইদ বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহকে দৃষ্টি সংযত রাখার উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'তুমি তোমার ইলম তথা জ্ঞানের সাহায্য নিতে পার। অর্থাৎ তুমি স্মরণে রাখবে যে, মানুষের দৃষ্টিপাতের চেয়ে আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিপাত অনেক বেশি সূক্ষ্ম এবং দ্রুত।'

আমরা যারা অবৈধ জিনিস দেখি, তারা কি একবারও চিন্তা করেছি, আমাদের দৃষ্টিপাতের আগেই তা আল্লাহ নজরে ধরা পড়ে যায়। কসম আল্লাহর, এভাবে ভেবে দেখলে লজ্জায় আমাদের মস্তক অবনত হয়ে আসবে।

কুরআন থেকে তৃতীয় দলিল

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

আর যে বিষয়ে আপনার অবগতি নেই, তার পেছনে পড়বেন না। নিশ্চয় কান, চোখ, অন্তর—সবই তার (কর্ম) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। [সুরা ইসরা, আয়াত : ৩৬]

অর্থাৎ, এ অঙ্গগুলোর কাছে নিজ নিজ কর্মের হিসেব চাওয়া হবে। যা ভেবেছে ও যে বিশ্বাস রেখেছে—সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে অন্তরকে। যা দেখেছে ও শুনেছে—সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে কান ও চোখকে।

কী ভয়ংকর পরিস্থিতিই-না হবে সেদিন, যেদিন বান্দা আল্লাহর সামনে হাজির হবে, আর এক এক করে তিনি তাকে দেওয়া সব নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সে তা স্বীকার করে নেবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার কাছে জানতে চাইবেন—এসকল নিয়ামত তুমি কী কাজে ব্যবহার করেছ? আমি যা পছন্দ করি, তেমন কিছু কি তুমি করেছ? নাকি স্বেচ্ছাচারী হয়ে পাপাচারে লিপ্ত হয়েছ?

একটু ভাবুন তো চোখদুটো বন্ধ করে! আপনার কী জবাব হবে তখন আল্লাহর সামনে? যদি অপরাধ স্বীকার করে নেন, তবে কী পরিস্থিতি যে হবে—আমার কলম তা বর্ণনা করতে অক্ষম। আর যদি অস্বীকার করে ফেলেন, তবে তো তখন আল্লাহ আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জবান খুলে দেবেন। তারা আপনার

কৃতকর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ . حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ . وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ . فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ .

যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে। এবং তাদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছাবে, তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের ত্বককে

বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ্ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমাদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না—(এ) ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। কিন্তু তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না। তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ-ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছ। অতঃপর যদি তারা সবর করে, তবু জাহান্নামই তাদের আবাসস্থল। আর যদি তারা ওজর পেশ করে, তবে তাদের ওজর কবুল করা হবে না। [সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ১৯-২৪]

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এখন থেকেই প্রস্তুত হোন। এমন আমল করুন—যা আল্লাহর সামনে আপনার চেহারা দীপ্ত করে রাখবে। এমন কিছু করবেন না, যা বিচার দিবসে আপনাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করবে। নিঃসন্দেহে তা এমন এক দিবস, যে দিবসে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কারো কোনো কাজে আসবে না। পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে যে আল্লাহর কাছে আসবে, সেই কেবল মুক্তি পাবে।

হাদিসে বর্ণিত দলিলসমূহ

দৃষ্টিসংযম নিয়ে কুরআনের মতো হাদিস থেকেও অনেকগুলো দলিল উল্লেখ করা যায়। এখানে আমরা অল্প কয়েকটি তুলে ধরছি।

প্রথম দলিল : হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بُد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر المعروف والنهي عن المنكر.

তোমরা পথেঘাটে বসে থেকো না। তখন সাহাবিরা বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের তো তা ছাড়া বসে কথা বলার মতো জায়গা নেই। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি তোমাদের বসতেই হয়, তাহলে রাস্তার হকও আদায় করবে। তারা জিজ্ঞেস

> করেন, রাস্তার হক কী, হে আল্লাহর রাসুল? নবিজি বলেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা, সালামের জবাব দেওয়া এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা।[৯]

লক্ষণীয় বিষয় হলো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তার হক বর্ণনা করতে গিয়ে শুরুতেই উল্লেখ করেছেন পরনারী থেকে দৃষ্টি অবনত রাখার বিষয়টি। কিন্তু আফসোস আমাদের যুবকদের জন্য, যারা নারী-দর্শনের উদ্দেশ্যে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, পাড়ার ওলিতে-গলিতে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করে। হায়, যদি তারা এই হাদিসটি নিয়ে ভাবত! তারা যদি প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ-নিষেধ মেনে চলত!

দ্বিতীয় দলিল : হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

> كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ

[৯] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং ২৪৬৫

زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

> বনি আদমের জন্য জিনার যে অংশ নির্ধারিত রয়েছে, তাতে সে জড়িত হবেই। চোখের জিনা হলো দেখা, কানের জিনা হলো শোনা, জিহ্বার জিনা হলো বলা, হাতের জিনা হলো ধরা, পায়ের জিনা হলো হাঁটা; আর অন্তর কামনা-বাসনা করতে থাকে; যৌনাঙ্গ তা সত্য অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে।[১০]

উল্লেখিত হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব স্পষ্ট ভাষায় হারাম জিনিসের দিকে দৃষ্টিপাতকে চোখের জিনা আখ্যায়িত করেছেন। বরং এটিকে নবিজি অন্যান্য অঙ্গের জিনার 'উপকরণ' সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, মানুষের চোখ তার হৃদয়ের আয়না। তাই হৃদয়ের সকল আকাঙ্ক্ষার পেছনে চোখের ভূমিকা থাকে।

তৃতীয় দলিল : হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي

---

[১০] *সহিহু মুসলিম*, হাদিস নং ৬৬৪

ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোনো নারী অপর নারীর সতরের দিকে তাকাবে না; কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সাথে এক কাপড়ের নিচে ঘুমাবে না এবং কোনো মহিলা অপর মহিলার সাথে একই কাপড়ের নিচে ঘুমাবে না।[১১]

একজন পুরুষের জন্য যদি তার মতো আরেকজন পুরুষের সতর দেখা বৈধ না হয়, তাহলে তার জন্য পরনারীর দিকে তাকানো কি বৈধ হতে পারে!?

চতুর্থ দলিল : হজরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ: اصْرِفْ بَصَرَكَ

আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হঠাৎ-দৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি তোমার চোখ ফিরিয়ে নেবে।[১২]

---

[১১] *সহিহু মুসলিম*, হাদিস নং ৬৫৫।
[১২] *সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস নং ২১৪৮।

'হঠাৎ-দৃষ্টি' হলো পথ চলতে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কোনো নারীর দিকে চোখ পড়ে যাওয়া। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ অনুযায়ী এমন হলে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হবে।

পঞ্চম দলিল : হজরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে বলেন—

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّه" أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّه لَه وِجَاءٌ.

হে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে ফেলে। কেননা, তা চোখ ও যৌনাঙ্গ সংযত রাখার ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী। আর যে সক্ষমতা না রাখে, সে যেন রোজা রাখে। কেননা, তা-ই তার যৌনোত্তেজনা দমিয়ে রাখবে।[১৩]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবসমাজকে বিয়ের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। কারণ, বিয়ে নজর ও যৌনাঙ্গ হেফাজতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সহায়ক। আর এ-দুটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেই ইবাদত-বন্দেগি, ইলম অন্বেষণ

---

[১৩] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং ৫০৬৬।

এবং দাওয়াত ও তাবলিগের কাজে মনোযোগ দেওয়া সহজ হয়।

ষষ্ঠ দলিল : হজরত বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ.

হে আলি, (কোনো নারীর দিকে) পরপর দুইবার তাকাবে না। কেননা, প্রথমবার তোমার জন্য বৈধ হলেও দ্বিতীয়বার তোমার জন্য বৈধ নয়।[১৪]

প্রথম দৃষ্টি সম্পর্কে নবিজির আরও একটি নির্দেশনা চতুর্থ দলিলে হজরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তম দলিল : হজরত উবাদাহ ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ : اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ.

---

[১৪] *সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস নং ২১৪৯।

> তোমরা আমাকে ছয়টি ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিলে আমি তোমাদের জান্নাতের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেবো : কথা বললে সত্য বলবে, প্রতিশ্রুতি দিলে রক্ষা করবে, আমানত রাখলে ফেরত দেবে, যৌনাঙ্গের হেফাজত করবে, দৃষ্টি সংযত রাখবে এবং তোমাদের হাত সংবরণ করবে (তথা, ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না, জুলুম করবে না।)।[১৫]

এ-হাদিসে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নজরের হেফাজতকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতে প্রবেশের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

প্রিয় ভাই ও বোন আমার, আপনি কি জান্নাতে যেতে চান না? আসুন না, নবিজির কথামতো জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমরা নিজেদের নজরকে হেফাজত করি।

সালাফে সালেহিনের নজর-হেফাজত

এক. হজরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'দৃষ্টিসংযম বাকসংযমের চেয়েও বেশি কষ্টসাধ্য বা গুরুতর।'[১৬]

দুই. হজরত ওয়াকি ইবনুল জাররাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা একবার ঈদের দিনে সুফিয়ান সাওরির সঙ্গে বের

---

[১৫] *মুসনাদু আহমাদ*, হাদিস নং ২২৭৫৭।

[১৬] ইবনু আবিদ দুনইয়া কৃত *আল-উরয়*, পৃষ্ঠা : ৬২।

হলাম। তখন তিনি বলেন, 'আজকের দিনটি আমরা দৃষ্টি সংযত রাখার আমল দিয়ে শুরু করব।'[১৭]

তিন. শুজা ইবনু শাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি বাহ্যত সুন্নাহর অনুসরণ করবে, হৃদয়াভ্যন্তরে সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করবে, হারাম সবকিছু থেকে দৃষ্টি অবনত রাখবে এবং প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখবে, অবশ্যই সে অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হবে।

চার. আল্লামা ইবনু জাওযি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, 'মক্কায় এক অপরূপা সুন্দরী তার স্বামীর সঙ্গে বসবাস করত। একদিন সে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে স্বামীকে বলল, আপনার চেনাজানা এমন কেউ কি আছে, যে আমার রূপের প্রেমে পড়বে না? স্বামী বলল, হ্যাঁ, উবাইদ ইবনু উমাইর নামে একজন আছে। স্ত্রী বলল, আপনি অনুমতি দিলে আমি তাকে একটু বাজিয়ে দেখতে চাই। স্বামী সম্মতি দিলো।

'এরপর সে ফতোয়া জিজ্ঞাসার ভান করে মসজিদে হারামের একপাশে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। কথাবার্তার একপর্যায়ে সে তার চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে এক টুকরো চাঁদ যেন চারপাশে দ্যুতি ছড়াল। উবাইদ বললেন, হে আল্লাহর বান্দি, পর্দাবৃত্ত হও! সে বলল, আমি আপনার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছি। জবাবে তিনি বললেন, আচ্ছা, তোমাকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করব। ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারলে বিষয়টি ভেবে দেখা যাবে। সে বলল, আপনি যা-খুশি জিজ্ঞেস করতে

---

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৬৬।

পারেন, আমি সত্য বৈ মিথ্যা বলব না। এবার তিনি তাকে লাগাতার কয়েকটি প্রশ্ন করলেন—

'আচ্ছা, ধরে নাও—মৃত্যুর ফেরেশতা এসেছে তোমার জান কবজ করতে। এমতাবস্থায়ও কি তোমার সে চাওয়া পূরণ করতে ভালো লাগবে? সে বলল, আল্লাহর কসম—তা কখনোই হতে পারে না। তিনি বললেন, তুমি সত্যি বলেছ।

'ধরো তুমি কবরে আছ; সুওয়াল-জওয়াবের জন্য তোমাকে বসানো হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতেও কি তোমার যা-চাওয়া, তার প্রাপ্তি তোমাকে আনন্দিত করবে? এবারও সে বলল, কসম আল্লাহর—কস্মিনকালেও তা হতে পারে না। তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছ।

'মনে করো, সবার হাতে হাতে আমলনামা দেওয়া হচ্ছে। জানা নেই, তোমার আমলনামা ডানহাতে দেওয়া হবে, নাকি বামহাতে। সে-সময়ও কি তুমি তোমার চাওয়া-পাওয়া নিয়ে ভাববে? সে বলল, আল্লাহ কসম, এমনটি সম্ভবই না। তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছ।

'তোমার সামনে পুলসিরাত। এখনই তোমাকে পার হওয়ার জন্য পা বাড়াতে হবে। জানা নেই, ওপারে যেতে পারবে, নাকি মাঝপথে কেটে পড়বে। তখন? তখনও এই কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা তোমাকে পুলকিত করবে? সে বলল, হায় আল্লাহ, এমনটি তো কোনোভাবেই হতে পারে না। তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছ।

‘তোমার সামনে পাপ-পুণ্যের হিসেবের জন্য ‘মিজান’ স্থাপন করা হয়েছে। এদিকে তুমি অনিশ্চিত—গুনাহের পাল্লা ভারি হবে, নাকি সওয়াবের? এমন সময় কী হতে পারে? মন চাইবে সে বাসনা পূরণ করতে? সে বলল, কসম খোদার, এমনটা হতে পারে না। তিনি বলেন, তুমি সত্য বলেছ।

‘তিনি আরও বললেন, হে আল্লাহর বান্দি, আল্লাহকে ভয় করো। তিনি তোমাকে (সৌন্দর্যের) নিয়ামত দান করেছেন; নিঃসন্দেহে তোমার প্রতি তিনি অনেক অনুগ্রহ করেছেন।

‘তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তারপর সে তার স্বামীর কাছে ফিরে গেল। স্বামী খবর-বার্তা জানতে চাইলে প্রত্যুত্তরে সে বলল, আপনিও নিষ্কর্ম, আমরাও নিষ্কর্ম।

‘এরপর থেকে সেই নারী নামাজ, রোজা, ইবাদত, বন্দেগির দিকে গভীর মনোযোগ দিলো। এতটা পরহেজগার হয়ে গেল যে, এবার তার স্বামী বলতে লাগল—উবাইদ ইবনু উমাইর আমার স্ত্রীর মাথাটাই ঘুরিয়ে দিয়েছে। আগে সে প্রতিরাতে নববধূর সাজে সজ্জিত হতো, আর এখন সে আপাদমস্তক বৈরাগিনী বনে গেল।’[১৮]

পাঁচ. সালাফের কেউ কেউ বলেন, যে ব্যক্তি তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তর্দৃষ্টিকে নুরান্বিত করেন।

ছয়. ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘মহান আল্লাহ কুরআন কারিমে দৃষ্টি সংযত রাখার আদেশ দিয়েছেন।

---

[১৮] *আল-মুন্তাজাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম*; খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৯৭।

দৃষ্টিসংযম দুই প্রকার—এক. সতর থেকে সংযত রাখা। দুই. যৌনাঙ্গ থেকে সংযত রাখা। প্রথমটির সম্পর্কে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না। কোনো নারীও অপর নারীর সতরের দিকে তাকাবে না।'[১৯] সতর ঢেকে রাখা সকলের ওপরই ওয়াজিব। দ্বিতীয়টি হলো, পরনারীর গোপনাঙ্গ থেকে দৃষ্টি সংযত রাখা। এটি প্রথমটির চেয়ে গুরুতর।'[২০]

কুদৃষ্টির পরিমাণ

মহান আল্লাহর একটি নীতি এই যে, তিনি সবকিছুর সমাপ্তি তার সূচনার ওপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। এজন্য কোনো কাজের সূচনা খারাপ হলে, তার সমাপ্তিও সাধারণত খারাপ হয়। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ অমান্য করে দৃষ্টি সংযত না রাখে, সে বিভিন্ন রকম বিপদের সম্মুখীন হয়; জিনা, ব্যভিচার ও ধর্ষণের মতো পাপ কাজ তার মতো লোকদের দ্বারাই সংঘটিত হয়। তাদের দ্বারাই পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ছড়ায়।

আমাদের চেনাজানা এক কর্মজীবীর ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যায়। সে তার কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত থাকত। ব্যস্ততা এত বেশি ছিল যে, নিজের মেয়েদের দেখাশোনা করা বা খোঁজখবর নেওয়ার সুযোগটাও তার হতো

[১৯] প্রাগুক্ত।

[২০] *মাজমাউল ফাতওয়া*, খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ৪১৪।

না। ফলে তার মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করত—যেখানে খুশি যেত, যা খুশি করত। মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনতার সুযোগে একবার তারা 'ব্লু ফিল্ম' নিয়ে বাসায় আসে। মায়ের অগোচরে নিজেদের রুমে নিয়ে যায়। দেখার একপর্যায়ে তারা ফিল্মটি ভিডিও প্লেয়ারে রেখেই ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে ওঠে ফিল্মটি ওখানে রেখেই স্কুলে চলে যায়। এদিকে ওই লোকটির ভাই আসে তার তার স্ত্রীর খোঁজখবর নিতে। কন্যারা বাইরে গেলে বাড়িতে তার স্ত্রী থাকত একেবারে একা। আসার পর ছোটভাই তার স্ত্রীর কাছে এককাপ চায়ের আবদার করে। চা বানানোর ফাঁকে ভাই ভাতিজিদের রুমে প্রবেশ করে। ঢুকতেই তার নজর পড়ে ভিডিও প্লেয়ারের রিমোটের ওপর। এরপর কৌতূহলবশত প্লে করে ভিডিও, আর চলতে শুরু করে এক অশ্লীল চলচ্চিত্র। দেখতে দেখতে সে যখন বেশ উত্তেজিত, এমন সময় চা নিয়ে প্রবেশ করে লোকটির স্ত্রী। টিভিতে চলমান দৃশ্য তার মনেও ঘোর সৃষ্টি করে। এরপর যা-হওয়ার তা হয়ে যায় এবং বারবার হতেই থাকে। অবশেষে যখন মহিলার গর্ভধারণের বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়, তখন তারা জামিয়া আজহারে আসে ফতোয়া বোর্ডের কাছে সমাধান জানতে।

হারাম দৃষ্টি মানুষকে শিরকে লিপ্ত

আল্লামা ইবনু জাওযি রাহিমাহুল্লাহ অসংযত দৃষ্টিপাতের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন, 'জেনে রাখুন, (আল্লাহ আপনাকে তাওফিক দিন) চোখ হলো অন্তরের বার্তাবাহক। তাই দৃষ্টি সবকিছুর খবর প্রথমে অন্তরে পৌঁছায়। তারপর

অন্তর সেসব নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে থাকে। চলতে থাকে নানারকম পরিকল্পনা। পরিকল্পনা শেষে প্রবৃত্তি তাকে নিয়ে যায় কামনা-বাসনা চরিতার্থের চূড়ান্ত সীমায়। এভাবে ভালো মনের একজন মানুষকেও শয়তান পাপে লিপ্ত করে। সুতরাং, যেহেতু অসংযত দৃষ্টির কারণেই মূলত কুপ্রবৃত্তি মানব-মনে নানারকম প্ররোচনা দেওয়ার সুযোগ পায়, তাই সাজাপ্রাপ্তির কারণ হতে পারে এমন সবকিছু থেকে শরিয়ত দৃষ্টি সংযত রাখতে আদেশ করেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

'আপনি মুমিনদের বলুন, যেন তারা দৃষ্টি সংযত রাখে।'

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

'আপনি মুমিনাদের বলুন, যেন তারা দৃষ্টি সংযত রাখে।'

আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি সংযত রাখার আদেশ দিয়েছেন। এরপর তিনি এ-আদেশ লঙ্ঘন-পরবর্তী সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন—

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

তারা (নারীরা) যেন তাদের গোপনাঙ্গের হেফাজত করে। [সুরা নুর, আয়াত : ৩১][২১]

---

[২১] *জাম্মুল হাওয়া*, পৃষ্ঠা : ১০৬।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ কুনজর এবং তৎপরবর্তী অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে বলেন, '...বরং কুদৃষ্টিদাতা আল্লাহর সঙ্গে শিরক পর্যন্ত করে ফেলে...'

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'পরনারীকে দেখা ও স্পর্শ করার মতো বিষয়-আশয় যদি কারো দ্বারা এক-দুবার ঘটেই যায়, তবে কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তা মাফ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এগুলো যদি কারো থেকে বারবার প্রকাশ পেতে থোকে বা কারো অভ্যাসে পরিণত হয়, তবে সেগুলোও কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এমনকি কখনো কখনো ছোটখাটো অশ্লীল কাজের চেয়েও ওগুলো মারাত্মক খারাপ কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ, অবিরত কুদৃষ্টি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়-আশয় তথা প্রেম-ভালোবাসা, প্রেমিকাকে ধরা-ছোঁয়ার মতো কাজগুলো চলতে থাকলে কখনো কখনো এগুলো দু-একবার ঘটে যাওয়া জিনার চেয়েও মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে যায়। একারণে ফকিরগণ সাক্ষী নির্বাচনে ক্ষেত্রে শর্ত করেছেন যে, সাক্ষীকে এমন 'আদিল' তথা, ন্যায়পরায়ণ হতে হবে, যেন সে কবিরা গুনাহ থেকে মুক্ত হয় এবং সগিরা গুনাহে অভ্যস্ত না হয়।

কখনো কখনো নারীদের দেখা ও স্পর্শ করা বা তাদের প্রতি প্রেমাসক্ত হওয়ার মতো কাজগুলো মানুষকে শিরক পর্যন্ত নিয়ে যায়। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ.

আর এমন লোকও রয়েছে, যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমন ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৬৫]

বস্তুত রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি আসক্তি আল্লাহ-প্রীতিতে অপূর্ণতা এবং ঈমানের মাঝে দুর্বলতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে আজিজে মিশরের মুশরিক স্ত্রী (জুলেখা) এবং লুত আলাইহিস সালামের মুশরিক উম্মত-প্রসঙ্গে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[২২]

আল্লামা ইবনু কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা চোখকে হৃদয়ের আয়না বানিয়েছেন। বান্দা যখন দৃষ্টিকে অবনত রাখে, হৃদয়ও তখন তার চাহিদাকে সীমাবদ্ধ রাখে। আর বান্দা যখন দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করে দেয়, মনের চাহিদারা তখন সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়।'

তিনি আরও বলেন, 'হঠাৎ-দৃষ্টি যদি কলবে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং শুরুতেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তাহলে সে-সমস্যার সমাধান অনেকটা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু যদি কেউ বারবার দৃষ্টিপাত করতে থাকে, চোখে দেখা রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে অবিরতভাবে এবং এরপর এসব তথ্য অন্তরে প্রেরণ করে, তখন তো অন্তরে নানারকম জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি হয়; জন্ম নেয় প্রেম-ভালোবাসা। এরপর যখনই কাঙ্ক্ষিত মানুষ তার দর্শনে আসে, প্রেম-বৃক্ষের গোড়ায় যেন

[২২] *মাজমুউল ফাতওয়া*, খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ২৯২, ২৯৩।

পানি সিঞ্চিত হয়। এভাবে বারবার দেখার দ্বারা সে-বৃক্ষ একটু একটু করে বেড়ে উঠতে থাকে। একপর্যায়ে প্রেমিকের অন্তর পুরোপুরিভাবে ঘায়েল হয়ে যায়। শরিয়ত কর্তৃক আদিষ্ট সকল বিষয়-আশয় তার মাথা থেকে বের হয়ে যায়। অবশেষে সে ভীষণ বিপদের মুখোমুখি হয়। নিমজ্জিত হয় সীমাহীন পাপাচারে।'[২৩]

দুটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা

কুদৃষ্টির ফলাফল কতটা ভয়ংকর হতে পারে, তার উপমাস্বরূপ দুটি ঘটনা উল্লেখ করছি। প্রথম ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন আল্লামা ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বর্ণনা করেন—

'বাগদাদে বাস করত এক মুয়াজ্জিন। যার নাম ছিল সালেহ। সালেহ মুয়াজ্জিন নামে প্রসিদ্ধ ছিল সে। প্রায় চল্লিশ বছর আজান দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছিল। তার সততা ও সদাচার কারো অজানা ছিল না। সকলেই তাকে খুব ভালো জানত। সত্যিই সে ছিলও তেমনই। একদিনের কথা। মুয়াজ্জিন সালেহ আজান দিতে মসজিদের মিনারায় উঠেছে। এমতাবস্থায় তার চোখ পড়েছে মসজিদ-সংলগ্ন বাড়িতে থাকা এক খ্রিষ্টান রমণীর দিকে। দেখামাত্রই সে তার প্রেমে পড়ে যায়। এরপর সে সব ফেলে সেই রমণীর কাছে পৌঁছায়। দরোজায় কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে আওয়াজ আসে, কে...? জবাবে সে বলে, আমি সালেহ মুয়াজ্জিন। দরোজা খুলে দিলেই সালেহ মেয়েটিকে স্পর্শ করতে চায়। নিরুপায় হয়ে মেয়েটি বলে,

---

[২৩] *রাওদাতুল মুহিব্বিন*, পৃষ্ঠা : ৯২-৯৫।

আপনারা তো আমানতদার! তবে এ কেমন খেয়ানতের আচরণ করছেন? সালেহ বলে, যদি আমার কথা না শোনো, তাহলে প্রাণে মেরে ফেলব। 'আপনার কথা শুনতে পারি, তবে আপনাকে ইসলাম ত্যাগ করতে হবে।'—বলে মেয়েটি। সালেহ তৎক্ষণাৎ বলে ফেলে, 'আমি ইসলাম ত্যাগ করলাম, মুহাম্মদ আনীত কোনো কিছুর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।' মেয়েটি বলে, 'এভাবে বললে তো হবে না; হতে পারে আপনার কামনা চরিতার্থ করে আপনি আবার ইসলাম গ্রহণ করবেন; তা হবে না। স্থায়িত্বের প্রমাণস্বরূপ আপনাকে শূকরের মাংস খেতে হবে। সালেহ তা-ই করে। তারপর তাকে মদপান করতে বলা হয়; সে তাও করে। সব কথা শোনার পর যখন আবার সে মেয়েটিকে স্পর্শ করতে যায়, তখন মেয়েটি অন্দরমহলে গিয়ে দরোজা আটকে দেয় এবং সালেহকে বলে ছাদে ওঠে অপেক্ষা করতে—যেন মেয়েটির বাবা এসে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। এবার সে তা-ই করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ছাদ থেকে পড়ে সে মারা যায়। তারপর বেরিয়ে এসে মেয়েটি তাকে একটি কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রাখে। তার পিতা ঘরে ফিরলে সে তাকে সব খুলে বলে। অতঃপর রাতের অন্ধকারে শহরের গলিতে ফেলে দেওয়া হয় সালেহ মুয়াজ্জিনের লাশ। পরদিন সকালে ঘটনা জানাজানি হলে সালেহের জায়গা হয় ময়লার স্তূপে!'[২৪]

দ্বিতীয় ঘটনাটি আল্লামা ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া'য় ২৭৮ হিজরির ঘটনার সাথে বর্ণনা

---

[২৪] *জাম্মুল হাওয়া*, পৃষ্ঠা : ৪০৯।

করেছেন। এ-বছর ইবনু আবদুর রহিম নামে এক হতভাগা মারা যায়। আল্লামা ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে বর্ণনা করেন, এই দুর্ভাগা ওই মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা রোমে গিয়ে জিহাদ করেছেন। সেসময় বেশকিছু যুদ্ধে মুজাহিদদের রোমের কিছু এলাকা অবরোধ করে রাখতে হয়। এমন সময় জনৈকা নারীকে দেখে সে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। তারপর সে তার সাথে চিঠিপত্র আদান-প্রদান শুরু করে। মেয়েটির কাছে জানতে চায়—তোমাকে পাওয়ার উপায় কী? প্রত্যুত্তরে সে বলে—খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে আমার কাছে চলে আসতে পার। লোকটি তার প্রস্তাব মেনে নেয়। মুসলিমরা তাকে ওই নারীর সাথে দেখে ভয় পেয়ে যান; ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়েন; মারাত্মক কষ্ট পান। কিছুদিন পর মুজাহিদরা তার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাকে বলেন, হে ওমুক! তোমার কুরআন, তোমার ইলম, তোমার নামাজ, তোমার রোজা, তোমার জিহাদ—কী কাজে এলো? জবাবে সে বলে, আপনারা জেনে রাখুন, আমি পুরো কুরআনটাই ভুলে গেছি। আমার কেবল এই আয়াতটুকু মনে আছে—

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ.
ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ
يَعْلَمُونَ.

কখনো কখনো কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কত ভালো হতো—যদি তারা মুসলিম হতো। আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন—তারা খেয়ে নিক

এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতি সত্বর তারা টের পাবে। [সুরা হিজর, আয়াত : ২, ৩]

আর আমি তাদের কাছে গিয়ে সম্পদ-সন্তান—দুটোই পেয়েছি।'[২৫]

কুরআনে চিকিৎসা-সংক্রান্ত অলৌকিকতা

ইতিপূর্বে আমি কুরআন ও হাদিস থেকে এমন কিছু দলিল-প্রমাণ তুলে ধরেছি, যা থেকে দৃষ্টিসংযমের আবশ্যকীয়তা স্পষ্ট হয়। এবার আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের একজন গবেষকের মন্তব্য উল্লেখ করছি। যাতে দৃষ্টিসংযমের পার্থিব উপকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

ডাক্তার সাদিক মুহাম্মাদ বলেন, 'এক গবেষণায় জানা গেছে, নারী-পুরুষের একে-অপরের দিকে অবিরত অসংযত দৃষ্টিপাত নানারকম যৌনরোগ সৃষ্টি করে। 'প্রোটেস্ট গ্রন্থির বৃদ্ধি' ও 'যৌনদুর্বলতা'—সেসবের মধ্যে অন্যতম। এসব রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসে। গবেষক এদিকেও ইঙ্গিত করেছেন যে, যৌন উত্তেজনা তৈরির ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সক্রিয় ভূমিকা রাখে দৃষ্টি। আর এজন্যই ইসলাম আমাদেরকে অবাধ দৃষ্টিপাত থেকে নিষেধ করেছে এবং অসংযত

---

[২৫] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৬৪।

দৃষ্টিপাতের ক্ষতি থেকে সতর্ক করেছে—যা আজ আধুনিক বিশ্বের গবেষণা ও অনুসন্ধান দ্বারাও প্রমাণিত।

নজর হেফাজতের উপকারিতা

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দৃষ্টি সংযত রাখার মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন—

১. আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দৃষ্টি সংযত রাখতে আদেশ করেছেন। আর আল্লাহর আদেশ মান্য করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় সুখ ও শান্তি। দুনিয়া ও আখেরাতের বিবেচনায় বান্দার জন্য আল্লাহর হুকুম মেনের চলার চেয়ে কল্যাণকর আর কিছু নেই। তারচেয়ে দুর্ভাগা আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে নিজের ধ্বংস নিজে ডেকে আনে।

২. যে বিষাক্ত তির মানব-মনে বিদ্ধ হয়ে বিষক্রিয়া ছড়ায় এবং মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়—দৃষ্টিসংযম সেই বিষাক্ত তিরকে প্রতিরোধ করে।

৩. নজরের হেফাজত মানুষের মনে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও একাগ্রতা তৈরি করে। পক্ষান্তরে যত্রতত্র দৃষ্টিপাত অন্তরকে বিক্ষিপ্ত করে, হৃদয়কে আল্লাহবিমুখ করে। আর বান্দার জন্য আল্লাহবিমুখ হওয়ার চেয়ে ভয়ংকর আর কিছু নেই। এর দ্বারা বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। যা তার জন্য ধ্বংসাত্মক।

৪. নজরের হেফাজত মানুষের অন্তরাত্মাকে শক্তিশালী করে, মনকে প্রফুল্ল রাখে। এর উল্টোটি হৃদয়কে দুর্বল করে, ব্যথিত রাখে।

৫. অবনত দৃষ্টি হৃদয়কে আলোকিত সৃষ্টি করে। আর অবাধ দৃষ্টি অন্তরকে কলুষিত করে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা দৃষ্টিসংযম সম্পর্কিত আয়াত : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (আপনি মুমিনদের বলুন, যেন তারা দৃষ্টি সংযত রাখে এবং যৌনাঙ্গ হেফাজত করে।)-এর পরপর নুর সম্পর্কিত আয়াত : اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ (আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ।) এনেছেন। অর্থাৎ, মুমিন বান্দা যখন আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে তখন তার কলবে আল্লাহর নুরের প্রতিফলন ঘটে। আর এমন নুরান্বিত অন্তরসম্পন্ন ব্যক্তির দিকে যাবতীয় কল্যাণ ধাবিত হতে থাকে। অপরদিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন কলবের অধিকারীকে অনিষ্ট ও অকল্যাণের মেঘমালা বেষ্টন করে ফেলে। মূলত ভ্রান্ত-পথে-চলা এবং প্রবৃত্তির-অনুসরণ-করা—মানুষের অন্তর থেকে আল্লাহর নুর দূরীভূত করে। আর নুর-বঞ্চিত একজন মানুষ হয় নিকষকালো অন্ধকার রাতের অন্ধের মতো।

৬. দৃষ্টিসংযম মানুষকে সত্যিকারের অন্তর্দৃষ্টি দান করে। এর দ্বারা সে হক-বাতিল ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। শাইখ শুজা আল-কিরমানি বলতেন, 'যে ব্যক্তি সুন্নাহর অনুসরণ করবে এবং হালাল খাদ্য ভক্ষণ করবে, অবশ্যই সে অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হবে।'

বান্দা যে আমল করে আল্লাহ তাআলা তাকে বিনিময় দান করেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় কেউ কিছু ত্যাগ করলে, আল্লাহ তাকে তার ত্যাগের চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন। তাই কেউ যদি আল্লাহর ঘোষিত নিষিদ্ধ বিষয়াবলি থেকে নিজের নজর হেফাজত করে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তার অন্তর্চক্ষুকে জ্যোতির্ময় করে দেন। তার জন্য ইলম, ঈমান, মারেফাতের দরোজা খুলে দেন।

৭. দৃষ্টিসংযম মানব-মনে দৃঢ়তা, অবিচলতা, শক্তি ও সাহস জোগায়। এগুণের অধিকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা যেমন সাহায্য-সহযোগিতা করেন, তেমনি শক্তি-সক্ষমতাও দান করেন। বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণ করে চলে, শয়তান তার ছায়াকেও ভয় করে।' এর ঠিক উল্টোটি দেখা যাবে প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে। পদে পদে সে লাঞ্ছিত হবে, অপমানিত হবে, অপদস্ত হবে। কারণ, অবাধ্য কাউকে আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত নিয়ামত দান করেন না। ঠিক যেমনটি বলেছেন হজরত হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ, 'পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা শান-শওকতের সাথে গাড়ি-ঘোড়ায় ভ্রমণ করলেও পাপ থেকে তারা মুক্তি পায় না বরং পাপের অপমান তাদের ঘাড়েই থাকে। পাপীরা দুনিয়ার বুকে যতই মর্যাদাবান

হোক না কেন, আল্লাহ তাদেরকে অপমান করবেনই করবেন।'

বস্তুত, আল্লাহ তাআলা যেমন সম্মানকে আনুগত্যের আলামাত করেছেন, তেমনটি অসম্মানকে করেছেন অবাধ্যতার চিহ্ন।

৮. নজরের হেফাজত শয়তানের জন্য হৃদয়ের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করে দেয়। কারণ, শয়তান মূলত অসংযত দৃষ্টির মাধ্যমেই অন্তরের প্রবেশ করে। অতঃপর সেখানে যাচ্ছেতাই করে বেড়ায়। সারা দিন যা দেখা হয়েছে, দিনশেষে মনসপটে সেসবের চিত্র ভাসিয়ে তোলে। এগুলোকে সে আরও সুশোভিত, আরও আকর্ষণীয় করে পেশ করে। এরপর সেটাকে কেন্দ্র করে মনের ভেতর ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি করে। একটু একটু করে তা দিতে থাকে আবেগ-অনুভূতিতে। একপর্যায়ে হৃদয়-মাঝে জ্বেলে দেয় যৌবনের আগুন। পাপাচার আর অনাচার হয় তার ইন্ধন। আর এসবকিছুর অন্যতম কারণ সেই অবৈধ দর্শন। অতঃপর এ আগুন একসময় দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে, আর তাতে জ্বলতে থাকে পাপাচারীর অন্তরাত্মা। তার দীর্ঘশ্বাস ও আফসোস সে প্রজ্বলনে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা। পরিশেষে তার অবস্থা দাঁড়ায়—জ্বলন্ত চুলার মধ্যখানে রাখা এমন বকরির মতো, যা খুব আয়োজন করে ভুনা করা হচ্ছে। আর এজন্যই বারজাখের জীবনে প্রবৃত্তির অনুগামী এবং হারাম দৃশ্যে দৃষ্টিপাতকারীদের শাস্তি হবে এমন যে,

তাদেরকে একত্রিত করে চুলা সদৃশ একটি আগুনের গর্তে ফেলে রাখা হবে।[২৬]

৯. চোখ হেফাজতে থাকলে নিজের জন্য কল্যাণকর বিষয়-আশয় নিয়ে ভাবার সুযোগ তৈরি হয়। পক্ষান্তরে অসংযত দৃষ্টিপাত একরকম মানসিক অস্থিরতা তৈরি করে; সবকিছু গুরুত্বহীন করে তোলে। এমনকি আল্লাহর স্মরণ-বিমুখ করে প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত করে।

১০. চোখ ও অন্তরের মাঝে এক নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগব্যবস্থা বিদ্যমান। সারাক্ষণ চলে একে-অপরের মাঝে তথ্যের আদান-প্রদান। এ-কারণে একটির সংশোধন অপরটিকে সংশোধিত করে। আবার একটির ত্রুটি অপরটিকে ত্রুটিযুক্ত করে। অর্থাৎ, কলব নষ্ট হলে, নজর নষ্ট হয়ে যায়। আবার নজর নষ্ট হলে, কলব নষ্ট হয়ে যায়। একই কথা ভালো হওয়ার ক্ষেত্রেও।[২৭]

১১. দৃষ্টিসংযম বান্দাকে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করায়। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ত্যাগ করে, তাকে আল্লাহ তার ত্যাগের চেয়ে অনেক বড় প্রতিদান দেন।

১২. সংযত দৃষ্টি ইলম অর্জনের ক্ষেত্রেও অনেক বড় সহায়ক। কেননা, আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া ইলম অর্জন সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

---

[২৬] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং ৭০৪৭।
[২৭] *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া*, পৃষ্ঠা : ২১৩।

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তোমাদের ইলম দান করবেন। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮২]

১৩. নজরের হেফাজত বান্দাকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিপতিত হওয়া থেকে হেফাজত করতে পারে।

১৪. সংযত দৃষ্টি মানুষের দেহমনে শান্তি ও স্বস্তি এনে দেয়।

১৫. গুনাহ থেকে মুক্ত রাখে, বিপদাপদ থেকে দূরে রাখে।

১৬. এই গুণে গুণান্বিত একটি সমাজকে শান্তি ও প্রীতির সমাজে রূপান্তরিত করে।

১৭. সমাজে জিনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে না পড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১৮. শয়তান ও তার দোসরদের বড় ক্ষতি করে, মানুষকে গুনাহমুক্ত রাখে।

১৯. দৃষ্টিসংযম আমার-আপনার জন্য বিভিন্ন নিয়ামত সংরক্ষণে রাখবে। যেমন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ। অর্থাৎ, 'আল্লাহর (হুকুমের) হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন।'[২৮]

২০. সংযত নজর হলো জান্নাতি হুরদের মোহর।

---

[২৮] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২৫১৬।

২১. আমি এই আকাঙ্ক্ষা করি যে, নজরের হেফাজতকারী প্রত্যেককে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সাক্ষাৎ লাভের নিয়ামত দান করবেন।

সদাচারের বিনিময় সদাচার বৈ কিছু নয়

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন—

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

> সদাচারের বিনিময় সদাচার ছাড়া কি কিছু হতে পারে? [সুরা আর-রহমান, আয়াত : ৬০]

প্রিয় ভাই আমার, আল্লাহ্ আপনাকে যতটা নিয়ামত দিয়েছেন আর আপনি তাঁর যতটা অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছেন—দুইয়ের মাঝে একটু তুলনা করে দেখুন। যদিও যৌক্তিকতা ছিল—আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত ও তাঁর প্রতি আমাদের আনুগত্যের মাঝে তুলনা করা হবে।

কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই নিয়ামত ও গুনাহের মাঝে তুলনা করতে বলছি। দেখুন, একদিকে আমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ অবিরত ঝরছে, অপরদিকে আমরা তার হুকুম অমান্য করছি তো করছিই। এরপরও তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, আমাদেরকে রিজিক দান করেন, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন। অথচ আমাদের ইবাদত-বন্দেগি তাঁর কোনো কাজে আসে না, আমাদের অবাধ্যতা তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না।

হাদিসে কুদসিতে এসেছে আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا.

হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনো আমার এমন অনিষ্ট করতে পারবে না, যাতে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই; তোমরা কখনো আমার এমন উপকার করতে পারবে না, যাতে আমি উপকৃত হই। হে আমার বান্দারা! তোমাদের আদি, তোমাদের অন্ত, তোমাদের মানুষ ও জিনদের মধ্যে যার অন্তর আমাকে সবচাইতে বেশি ভয় পায়, তোমরা সবাই যদি তার মতো হয়ে যাও—তাতে আমার রাজত্ব একটুও বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের আদি, তোমাদের অন্ত, তোমাদের সকল মানুষ ও জিনদের মধ্যে যার অন্তর সবচাইতে পাপিষ্ঠ, তোমরা সবাই যদি তার মতো হয়ে যাও—তাতে আমার রাজত্ব বিন্দুমাত্র হ্রাস পাবে না।[২৯]

[২৯] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৬৪৬৬।

আচ্ছা, আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি—আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হতে চাইলেও আমাদেরকে তার নিয়ামতই ব্যবহার করতে হয়। আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে দৃষ্টিশক্তি না দিতেন, তবে কি সে পরনারীর দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারত?! স্বাভাবিকভাবেই তো তা সম্ভব হতো না। উপরন্তু আমরা আল্লাহর দেওয়া চোখ ব্যবহার করি, আবার তা দিয়ে হারাম জিনিস দেখে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হই!

যদি আল্লাহ আমাদেরকে দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত করতেন—আমাদের কী করার ছিল বলুন? আমাদের কি ভালো লাগত, যদি একটু ডানেবামে নড়তে-চড়তে আমাদের আরেকজনের ওপর নির্ভরশীল হতে হতো!?

তবে কেন আমরা এ মহান নিয়ামতের হেফাজত করছি না? আল্লাহর আনুগত্যে ব্যবহার করছি না? ওদিকে আল্লাহ তাআলা আমাদের সতর্ক করে দিয়ে ইরশাদ করেন—

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

> যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয় আমার শাস্তি হবে কঠোর। [সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৭]

অন্ধ হয়েও আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ—এমন কোনো ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে কি আমাদের একটুও লজ্জা

করে না! আল্লাহ তাকে চোখের নিয়ামত দেননি; আর এদিকে আমরা নিয়ামত পেয়েও তার অপব্যবহার করছি; আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হচ্ছি!

আমরা কি ভুলে যাচ্ছি—আমরা যখন পরনারীর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনও আল্লাহ আমাদের দেখেন; কিয়ামতের দিন তিনি অবশ্যই এসবের হিসেব নেবেন। তখন আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারব না, মিথ্যা বলতে পারব না।

তবে কেন আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এ মহান নিয়ামতের হেফাজত করছি না! কেন তা আল্লাহর আনুগত্যে যথোপযুক্ত ব্যবহার করছি না।

নারীদের দিকে দৃষ্টিপাতের প্রকার ও বিধান

নারীদের দিকে পুরুষদের দৃষ্টিপাত আট প্রকারের হয়ে থাকে। আমরা এখন সব প্রকার হুকুমসহ উল্লেখ করব—

প্রথম প্রকার : কোনোরকম শরয়ি প্রয়োজন ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের দৃষ্টিপাত—হোক সে নপুংসক—প্রাপ্তবয়স্কা স্বাধীনা (দাসী নয়) আজনবি (মাহরাম নয়) নারীর দিকে।

এমন দৃষ্টিপাত হারাম। উল্লিখিত নারীর কোনো অঙ্গের দিকেই তাকানো বৈধ হবে না। এমনকি হাত-পায়ের নখ ও চুলের অগ্রভাগও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এ হুকুমটি পূর্বে উল্লিখিত দলিলসমূহ দ্বারা সাব্যস্ত হয়। অসংযত দৃষ্টিপাত হারাম এবং

দৃষ্টিসংযম আবশ্যক হওয়া সম্পর্কিত সকল দলিল এই প্রকারের আওতাভুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার : অতিবৃদ্ধা নারী—যার প্রতি কোনোরকম আকর্ষণ অনুভব হয় না। কিংবা এমন কুৎসিত নারী—যার দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না।

এমন নারীদের কেবল চেহারার দিকে তাকানো যাবে। অন্যকোনো অঙ্গ দেখা যাবে না। এ প্রসঙ্গে কুরআন কারিমে এসেছে—

> وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
>
> বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে—তাদের জন্য দোষ নেই, তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [সুরা নুর, আয়াত : ৬০]

তৃতীয় প্রকার : সাক্ষ্যগ্রহণ কিংবা লেনদেন-বিষয়ক প্রয়োজনে কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত।

এক্ষেত্রে নারীদের চেহারা ও কবজি পর্যন্ত হাত দেখা বৈধ। কারণ, এটি প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, বিচার-সংক্রান্ত

বিভিন্ন কাজকর্ম—যেমন সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য সাক্ষ্যদাতাকে স্পষ্টভাবে চেনা জরুরি। কিন্তু এর বৈধতার তিনটি শর্তের ওপর নির্ভরশীল।

এক. স্বজাতির অনুপস্থিতি। অর্থাৎ, নারীদের চিহ্নিত করার জন্য পুরুষদের দর্শন তখনই বৈধ হবে, যখন এ কাজের জন্য আরেকজন নারী না পাওয়া যাবে। কিংবা তার উপস্থিতি কষ্টসাধ্য হবে। এমতাবস্থায়ই কেবল কোনো পুরুষ ওই নারীর চেহারা ও হাত দেখতে পারবে।

দুই. উপযুক্ত মাহরামের অনুপস্থিতি। অর্থাৎ, মাহরামের উপস্থিততে আজনবি পুরুষ কোনো নারীকে দেখতে পারবে না। যদি মাহরামকে উপস্থিত করা না যায়, তাহলেই কেবল আজনবি পুরুষ কোনো নারীকে দেখতে পারবে। উল্লেখ্য, এই অনুমতি কেবল হাত ও মুখের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এবং অবশ্যই নিঃসঙ্গ অবস্থায় হতে পারবে না।

তিন. পর্দাবৃত্ত অবস্থায় সাক্ষাৎ যথেষ্ট না হবে। কেননা, পরনারী ও পরপুরুষের মাঝে সাক্ষাতের মৌলিক বিধান হলো পর্দা রক্ষা করে সাক্ষাৎ করা। যেমনটি কুরআন কারিমে বর্ণিত হয়েছে। যদি একান্ত কোনো কারণে পর্দা রক্ষা করা নাই যায়, তখন কেবল প্রয়োজন অনুপাতে পর্দা সরানো যাবে।

চতুর্থ প্রকার : নিজে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারীর দিকে তাকানো। এক্ষেত্রে কেবল তার হাত ও চেহারার দিকে তাকানো বৈধ হবে। এ ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ দেখা বৈধ হবে না।

পঞ্চম প্রকার : মাহরাম নারীদের দেখা। মাহরাম হলেন ওই সকল নারী, যাদের বিয়ে করা সর্বাবস্থায় হারাম। যেমন : মা, বোন, ফুপু, দুধবোন, শাশুড়ি। এ ছাড়া শিশু ও দাসীরা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

এ-সকল নারীর দিকে তাকানো বৈধ। এবং যে সকল অঙ্গ সাধারণত প্রকাশ পেয়েই যায়—যেমন : চুল, চেহারা, ঘাড়, হাতের বাজুর অর্ধেক এবং পায়ের গোছার অর্ধেক—দেখাতে সমস্যা নেই।

ষষ্ঠ প্রকার : নারী ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে পুরুষ ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসা গ্রহণ।

এক্ষেত্রে প্রয়োজন পরিমাণ পর্দা অনাবৃত করার বৈধতা রয়েছে। বাকি অঙ্গ অবশ্যই পর্দাবৃত রাখতে হবে। তবে এক্ষেত্রেও দুটি শর্ত রয়েছে। এক. নিঃসঙ্গ না-হতে হবে। অর্থাৎ ডাক্তার-রোগিণী ছাড়াও অন্য কেউ উপস্থিত থাকতে হবে। দুই. নারীর একজন প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান মাহরাম উপস্থিত থাকতে হবে।

সপ্তম প্রকার : বিবাহ বৈধ নয়, এমন দাসী, নয় বছরের কমবয়সি বালিকার দিকে পুরুষের দৃষ্টিপাত, আজনবি পুরুষদের দিকে নারীদের দৃষ্টিপাত, নারীদের দিকে যৌনজ্ঞানহীন বালকের দৃষ্টিপাত, এক পুরুষের দিকে অপর পুরুষের দৃষ্টিপাত—এ সকল ক্ষেত্রে সতর-বহির্ভূত অঙ্গ দেখা বৈধ।

অষ্টম প্রকার : সহবাস করা হয়েছে এমন স্ত্রী এবং নিজ দাসীর দিকে পুরুষের দৃষ্টিপাত। এমন নারীর সর্বাঙ্গে স্বামী ও মুনিবের দৃষ্টিপাত বৈধ।

দৃষ্টি সংযত রাখার কিছু উপায়

১. আল্লাহর সাহায্য কামনা : আল্লাহ ছাড়া বান্দার কোনো শক্তি বা সামর্থ্য নেই। তাই বান্দার উচিত আত্মনির্ভরতা পরিহার করে আল্লাহমুখী হওয়া, আল্লাহর কাছে শক্তি ও সামর্থ্য কামনার পাশাপাশি এই কামনা করা—যেন তিনি দৃষ্টি সংযত রাখতে সাহায্য করেন। আর আল্লাহ সহজ করে দিলে কোনোকিছু আর কষ্টসাধ্য হয় না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،

> কিছু চাইলে, আল্লাহর কাছেই চাও; কারো কাছে সাহায্য কামনা করলে, আল্লাহর কাছেই করো।[৩০]

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা স্মরণ করুন, যখন তিনি বলেছিলেন, কুরআনের ভাষায়—

---

[৩০] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ২৫১৬।

وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার ওপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর তার পালনকর্তা তার দুআ কবুল করে নিলেন। অতঃপর তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৩৩, ৩৪]

২. আল্লাহর ভয় অন্তরে সর্বদা বিরাজমান রাখা : বান্দা যখন এই কথা মনে রাখবে যে, আল্লাহ তার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত আছেন; তিনি চোখের খেয়ানত, মনের লুকোচুরি—সবই জানেন; তিনি গোপন বিষয়াবলি সম্পর্কেও খুব ভালো করে জানেন। তিনি বান্দার প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণের খবর রাখেন; তখন স্বাভাবিকভাবেই বান্দা আল্লাহ দেওয়া নিয়ামতের অপব্যবহার এবং তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হতে লজ্জাবোধ করবে।

৩. বিবাহ করে নেওয়া কিংবা লাগাতার রোজা রাখা : এ সম্পর্কে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّه" أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّه لَه وِجَاءٌ.

হে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, সে-যেন বিয়ে করে ফেলে। কেননা, তা চোখ ও যৌনাঙ্গ সংযত রাখার ক্ষেত্রে বিয়ে অধিক কার্যকরী। আর যে (বিয়ের) সক্ষমতা না রাখবে, সে যেন রোজা রাখে। কেননা, তা-ই তার যৌন উত্তেজনা দমিয়ে রাখবে।[৩১]

৪. নজর হেফাজতের উপকারিতা জানা : দুনিয়ার কোনো কাজের লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে জানা থাকলে যেমন সে-কাজের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় এবং কষ্টসাধ্য হলেও তা সহজ মনে হয়, তেমনি আখেরাতের কাজের বেলায়ও একই কথা।

৫. নজর হেফাজত না রাখার ক্ষতি জানা : নারীদের প্রতি অবাধ দৃষ্টিপাতের ফলে যে অনিষ্টের মুখোমুখি হতে হয় সে সম্পর্কে অবগত থাকা চাই। এর দ্বারা নজরের হেফাজত সহজ হয়।

৬. পরকালের নিয়ে চিন্তাভাবনা করা : মৃত্যুর ফেরেশতার উপস্থিতি থেকে নিয়ে কবর, মুনকার-নাকিরের সুওয়াল-জওয়াব, জান্নাত-জাহান্নামে প্রবেশসহ পরকালের বিভিন্ন

---

[৩১] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং ৫০৬৬।

ধাপে নিজেকে কল্পনা করা। কারণ, পরকালের ভাবনা মানুষকে আল্লাহমুখী ও দুনিয়াবিমুখ করে।

৭. সৎসঙ্গ লাভ করা, অসৎসঙ্গ পরিহার করা: মানুষ নিজের অজান্তে তার সঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ-কারণে দেখবেন, আপনার মুমিন বন্ধু আপনাকে নজর হেফাজতের ব্যাপারে সাহায্য করছে। আর দুষ্ট বন্ধু আপনাকে পাপাচারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

৮. সর্বদা কুরআন কারিম সঙ্গে রাখা : সর্বদা কুরআন কারিম সঙ্গে রাখুন। যখনই সুযোগ হয়, কুরআন তিলাওয়াত করুন। এতে আপনার নজর হেফাজতে থাকবে।

৯. আল্লাহর জিকিরের পাবন্দি করা : জবানে সর্বদা আল্লাহর জিকির জারি রাখুন। কারণ, জিকিরের দ্বারা আপনার দৃষ্টি অনায়াসে সংযত থাকবে। জিকিরে মাশগুল থাকলে আপনার হৃদয় আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এতে করে আশেপাশে থাকা নারীদের দিকে আপনার চোখ পড়বেই না; ফিতনায় পড়া তো অনেক দূরের কথা।

১০. নারীদের চলাফেরার স্থানসমূহ এড়িয়ে চলা : এসব স্থান থেকেই মূলত ফিতনার সূচনা হয়। আসলে, মানুষ নিজেকে সরাসরি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে চায় না। তাই শয়তান তাকে কৌশলে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। নারী ও পুরুষ প্রাকৃতিকভাবেই একে-অপরের আকর্ষিত হয়। এ আকর্ষণের কোনো শেষ নেই, কোনো সীমা নেই। নারীদের প্রতি আকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে শয়তান ওইসব স্থানে যাওয়া এবং অবস্থান করার প্রতি পুরুষের মনে আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে।

এরপর ধাপে ধাপে তাকে ফিতনায় ফেলে। এজন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। [সুরা নুর, আয়াত : ২১]

১১. সর্বাবস্থায় দ্বীনের দাওয়াতের ফিকির রাখা : গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়ে যখন একজন মুসলিম চিন্তায় মগ্ন থাকবে, তখন ফালতু কিছু নিয়ে তার চিন্তাভাবনার সময় থাকবে না। আর কীভাবে বিশ্বের সকল মানুষকে আল্লাহর অনুগত বান্দায় রূপান্তরিত করা যায়—এরচেয়ে বড় ফিকির আর কী হতে পারে।

১২. নিজেকে নিজেই পরীক্ষা করা : কিছু সময় একটি কাপড় দিয়ে আপনার চোখদুটো বেঁধে রাখুন, এবং ধরে নিন—আল্লাহ আপনার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছেন। দেখুন কতক্ষণ থাকা যায়; তারপর বাঁধন খুলে ফেলুন। আশা করি এই একটু সময়েই আপনি এই মহান নিয়ামতের কদর অনুভব করতে সক্ষম হবেন। সুতরাং আসুন, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত তাঁর অবাধ্যতায় ব্যবহার না করার ব্যাপারে আমরা আবারও প্রতিজ্ঞ হই।

১৩. তাওবা ও ইস্তেগফার : নারীদের থেকে দৃষ্টি সংযত রাখার ব্যাপারে আমরা তাওবা করতে পারি। নজরের হেফাজতের ওপর আল্লাহ তাআলার সঙ্গে আবারও

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারি। তবে অবশ্যই আমাদের এবারের প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে।

১৪. জান্নাতে মুমিনদের প্রতিদান নিয়ে ভাবা : আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আপনাকে যতগুলো নিয়ামত দিয়ে সম্মানিত করবেন, তার অন্যতম একটি হলো—আয়তলোচনা হুরেরা। তাদের গুণ বর্ণনা করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلأَتْهُ رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

জান্নাতি কোনো রমণী যদি দুনিয়াবাসীদের প্রতি উঁকি দেয় তাহলে আসমান ও জমিনের মাঝের সবকিছু আলোকিত এবং সুরভিত হয়ে যাবে। তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও এর মধ্যবর্তী সবকিছুর চেয়ে উত্তম।[৩২]

জান্নাতি হুরদের সৌন্দর্যের সাথে দুনিয়ার নারীদের কি তুলনা চলতে পারে। দুনিয়ার নারীদের দিকে অবৈধ দৃষ্টিপাত করে জান্নাতি হুরদের থেকে বঞ্চিত হওয়া কি কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে!?

---

[৩২] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং ২৭৯৬।

উপরন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রবৃত্তির চাহিদার কোনো সীমা নেই। তাইতো একজন সুন্দরী নারীকে দেখার পর আবার এমন এক নারীর দিকে চোখ পড়ে, যাকে আরও বেশি সুন্দরী মনে হয়। আর এভাবেই চোখের ক্ষুধা দূর করার চেষ্টা চলতে থাকে, কিন্তু...

এজন্য আমাদের ওপর আবশ্যক হলো, পরনারীদের থেকে নজর হেফাজত করা। তা ছাড়া নারী তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মুমিনের একমাত্র উদ্দেশ্য তো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা, জান্নাতে প্রবেশ করা।

দৃষ্টি অসংযত থাকে কেন?

১. আল্লাহর ভয় না থাকা : বান্দার যদি এই অনুভূতি না থাকে যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন, তিনি তার গোপন-প্রকাশ্য—সবকিছু জানেন, তাহলে বান্দা অনায়াসে আল্লাহর অবাধ্যতায় নিমজ্জিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ.

> আর তোমরা জেনে রাখো, তিনি তোমার অন্তরে লুক্কায়িত বিষয়াবলিও জানেন। সুতরাং তোমরা তাঁকে ভয় করো। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২৩৫]

২. আখেরাতের কথা ভুলে যাওয়া : বান্দার স্মরণে যখন আখেরাত তথা কবর-হাশর, জান্নাত-জাহান্নামের কথা থাকবে, তখন সে এমনিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইবে, বেশি বেশি সৎকাজ করে জান্নাত লাভের চেষ্টা করবে।

সর্বোপরি, জাহান্নামের ভয়ে সবরকম গুনাহ থেকে বিরত থাকবে। পক্ষান্তরে, বান্দা আখেরাতের কথা ভুলে গেলে তখন কি ছোট, কি বড়—কোনোরকম গুনাহ থেকে তাকে কেউ আর রুখতে পারে না।

৩. **অসৎসঙ্গ :** এক বন্ধুর দ্বারা অপর বন্ধু প্রভাবিত হয়। তাই একজন খারাপ হলে, অপরজনকে সে খারাপের দিকে টেনে নেয়। ফলে ধীরে ধীরে তার বন্ধুকে পাপাচারে লিপ্ত করে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

৪. **নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন :** নারীদের খোলামেলা চলাফেরা এবং যত্রতত্র সৌন্দর্য প্রদর্শন যুবসমাজের নফসে থাকা সুপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষাকে উত্তেজিত করে তোলে। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা ছাড়া এই উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখার আর কোনো উপায় নেই।

মুসলিম বোনদের ধারে ধারে গিয়ে বলতে চাই—প্রিয় বোন, আপনি কি মুসলিম যুবকদের প্রতিহত করতে আল্লাহর শত্রুদের হাতের অস্ত্র হতে চান?

হে খাদিজা-আয়েশার উত্তরসূরি, আপনি পর্দাবৃত হোন, লজ্জাবনত হোন। এবং তাদের বলে দিন—অচিরেই তোমরা টের পাবে—আমি আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন স্বাধীনা নারী। আমার গর্ভ থেকেই জন্ম নেবে উমর ইবনুল খাত্তাব, খালিদ ইবনু ওয়ালিদ আর যুবাইর ইবনুল আওয়ামের মতো বীরপুরুষেরা।

অভিভাবকদের হাতে ধরে বলতে চাই—প্রিয় ভাই জেনে রাখুন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার জন্য দুটি দুআ করে গিয়েছেন। যার একটি দুআ, অপরটি বদদুআ। আপনি যদি তাঁর দেখানো পথে চলেন, তবে তাঁর দুআ আপনি পবেন। আর অবাধ্য হলে প্রযোজ্য হবে বদদুআ। যেমনটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

> اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارفُقْ بِهِ.
>
> হে আল্লাহ, যে কেউ আমার উম্মতের কোনো কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে কষ্টে ফেলবে, তুমি তাকে কষ্টে ফেলো। আর যে কেউ আমার উম্মতের কোনো কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদের সাথে নম্রতা করবে, তুমি তার সাথে নম্রতা করো।[৩৩]

আল্লাহ তাআলা আপনার হাতে আপনার কন্যাদের জিম্মাদারি তুলে দিয়েছেন। তারা শুধু আপনার কন্যাই না, তারা মুসলিম উম্মাহর সন্তান। আপনি যদি আজ আপনার কন্যাদের বেপর্দায় ছেড়ে দেন, তবে তাদের দ্বারা মুসলিম যুবকেরা ফিতনায় পড়বে। ফলাফল দাঁড়বে এই যে, আপনার অসতর্কতার কারণে যুবকরা নানারকম সমস্যায় নিপতিত

---

[৩৩] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৮২৮।

হবে। আর এ-কারণে হয়তো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদদুআ আপনার ওপর গিয়ে লাগবে।

পক্ষান্তরে আপনার কন্যারা পর্দায় থাকলে মুসলিম যুবসমাজ নারীদের ফিতনা থেকে বেঁচে যাবে। আপনার এই আচরণ তাদের উন্নত চরিত্র গঠনে সহযোগী হবে। আর আশা করা যায়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ আপনার জন্যও ফলবে।

এর উল্টোটি হলে তো আমি আপনার জান্নাতে যাওয়া নিয়েই আশঙ্কা করি। কেননা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

> لا يدخل الجنة ديوث. قالوا ومن الديوث يا رسول الله؟ قال اللذي يقر الخبث في أهله.
>
> দাইয়ুস জান্নাতে যাবে না। সাহাবিরা বলেন, দাইয়ুস কে, হে আল্লাহর রাসুল? নবিজি বলেন, (দাইয়ুস ওই ব্যক্তি) যে তার পরিবারকে মন্দ কাজের সুযোগ করে দেয়।[৩৪]

উল্লিখিত হাদিস অনুযায়ী—আপনার স্ত্রী, কন্যা ও বোনদের অশালীন পোশাকে ছেড়ে দিয়ে রাস্তাঘাটে সস্তা পণ্যের মতো উপস্থাপন করে মুসলিম যুবকদের চরিত্র হরণের চেয়ে জঘন্য কাজ আর কী হতে পারে!?

---

[৩৪] *মুসনাদু আবদুর রাজ্জাক।*

আল্লাহর কসম, আমি মোটেও আপনার জন্য এমনটি চাই না। বরং আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রত্যাশা করি—তিনি যেন আপনাকে আপনার কন্যাদেরকে লজ্জা, পর্দা ও উত্তম চরিত্রের দীক্ষায় দীক্ষিত করার তাওফিক দান করেন; যেন আপনার জন্যও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের সেই সুসংবাদ প্রযোজ্য হয়। যেমনটি নবিজি বলেছেন—

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ (وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ).

> যে লোক দুটি মেয়ে সন্তানকে লালান-পালন করবে, আমি এবং সে এভাবে একসাথে জান্নাতে প্রবেশ করব (এই বলে তিনি নিজের হাতের দুটি আঙুল একত্র করে ইশারায় বুঝিয়ে দেন।)।[৩৫]

প্রিয় ভাই, আপনি কি চান না নবিজির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে? যদি চেয়ে থাকুন, তবে আপনার ওপর এই যে আমানত, তা রক্ষা করুন। নিজের স্ত্রী, কন্যা ও বোনদের পর্দার ব্যাপার জোর দিন। তাদেরকে সাহাবিয়া ও উম্মুল মুমিনিনদের জীবনী সম্পর্কে অবগত করুন। তারা যেন তাদেরকে অনুসরণ করতে পারে, সেই সুযোগ করে দিন। কেননা, তাঁরাই হলেন মুসলিম নারীদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।

---

[৩৫] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং ১৯১৪।

৫. ডিশ, টেলিভিশন ও ইন্টারনেট : যোগাযোগের এ মাধ্যমগুলো থেকে কিছুটা উপকার আমরা পেয়ে থাকি, কিন্তু উপকারের তুলনায় এসব থেকে ধেয়ে আসা অপকারের পরিমাণ অনেক অনেক বেশি। এসব মাধ্যম ব্যবহার করে অনেক যুবক অশ্লীলতায় লিপ্ত হচ্ছে, লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে বেহায়া-বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছে।

অশ্লীলতার এসব ছড়াছড়ি যুবকদের সুপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে দেয়, তাদেরকে উত্তেজিত করে তোলে। এরপর তারা নিজেদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য উন্মাদের মতো ছুটতে থাকে। কিন্তু প্রচলিত বৈধ উপায় তথা বিবাহের মাধ্যমে তা খুব কমই সম্ভব হয়। একারণে দেখা গেছে বর্তমানে বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে পিতৃপরিচয়হীন হাজারো শিশু অবস্থান করছে। যে-জন্য হাজারও বৈধ বিবাহের প্রয়োজন ছিল। এ হিসেব প্রচলিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী। প্রকৃত বাস্তবতা তো জানেন একমাত্র আল্লাহ। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

৬. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশা : যুবক যুবতিদের জন্য এরচেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু হতেই পারে না। নারী-পুরুষের এই অবাধ মেলামেশার দ্বারা মুসলিম সমাজ অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার অতল গভীরে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, নারী-পুরুষের এই অবাধ বিচরণের পক্ষে যুক্তি দেওয়ার মতো লোকগুলোও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে তারা আজ নারীদের

সমান অংশগ্রহণের পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে। তাদের দাবি, এতেই নাকি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

জেনে রাখো, তারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। কিন্তু তারা তা বুঝে না। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১২]

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সম্পর্কে বলেন, 'নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দেওয়াই সকল অনিষ্টের মূল। এ-কারণে সমগ্র জাতির ওপর দুর্যোগ নেমে আসে। এ-কারণেই মানুষ ব্যক্তিগত ও জাতীয়ভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কলেরার মতো প্রাণঘাতী মহামারি এসব কারণেই দেখা দেয়। মুসা আলাইহিস সালামের সেনাবাহিনীতে যখন জিনা ও অশ্লীলতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় তারা প্লেগে আক্রান্ত হয়। এমনকি এক দিনেই প্রায় ৭০ হাজার মানুষ মারা যায়। তাফসিরের কিতাবে এটি খুবই প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা। বিভিন্ন রকম মহামারির প্রধান কারণ জিনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পাওয়া, যার প্রথম ধাপ হলো নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, ঘরের বাইরে নারীদের সৌন্দর্যপ্রদর্শন করে বের হওয়া।'[৩৬]

---

[৩৬] *আত-তুরুকুল হাকিমাহ*, পৃষ্ঠা : ২৫৯।

৮. জিকির ও কুরআন ছেড়ে দেওয়া : নফস ভালো কিছুতে মশগুল না থাকলে মন্দ কিছু তাকে পাকড়াও করবেই। তাই কেউ যদি নিজেকে কুরআন, জিকির-আজকার, দরস-তাদরিস নিয়ে ব্যস্ত না রাখে, তাহলে তার মন ডিশ, টিভি ও নারীদের প্রতি ঝুঁকবেই।

৮. চিন্তাশূন্যতা ও উদ্দেশ্যহীনতা : একজন মুসলিমের যদি নিজেকে ব্যস্ত রাখার মতো আখেরাত-কেন্দ্রিক চিন্তা-ফিকির না থাকে, তবে সে দুনিয়ার পেছনে পড়বে, পাপাচার আর অনাচারে লিপ্ত হবে—দুঃখজনক হলেও, এটিই সত্যি।

সুতরাং আসুন, আমরা নিজেদের হৃদয়ে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা রাখি। জান্নাত ও জাহান্নামের কথা সর্বদা স্মরণ করি। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকি।

শেষকথা

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমার, চলুন, এখন থেকেই নতুন করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই—আমরা আমাদের দৃষ্টি সংযত রাখব। হতে পারে এই একটি আমলের কারণে আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন; পরকালে আমাদের সকলকে জান্নাতে সমবেত করবেন; দুনিয়াতে আমাদের সব রকম অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন; সকল ফিতনা-ফাসাদ থেকে হেফাজত করবেন। তিনি চাইলে তো তা খুব সহজেই সম্ভব। আল্লাহ তাআলা আমাদের কবুল করুন। আমিন। সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা—মুহাম্মাদ, ওআলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম।

দয়াময়ের দয়ার ভিখারি
মাহমুদ মিশরি

স মা প্ত
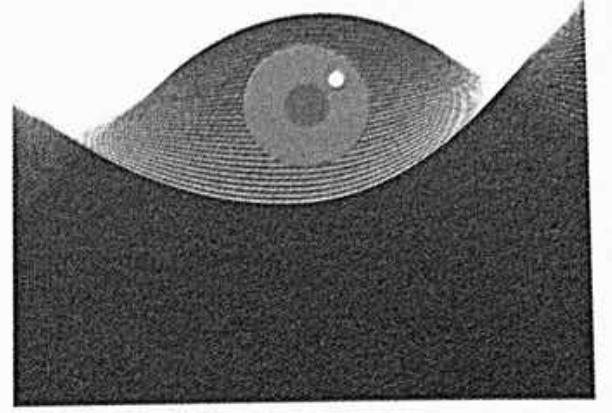
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—তোমরা আমাকে ছয়টি ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিলে আমি তোমাদের জান্নাতের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেব—কথা বললে সত্য বলবে, প্রতিশ্রুতি দিলে রক্ষা করবে, আমানত রাখলে ফেরত দেবে, যৌনাঙ্গের হেফাজত করবে, দৃষ্টি সংযত রাখবে এবং তোমাদের হাত সংবরণ করবে (তথা, ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না, জুলুম করবে না)।

[মুসনাদু আহমাদ, হাদিস নং ২২৭৫২]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'দৃষ্টিই যৌন লালসা উদ্বোধক। কাজেই এ দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ মূলত যৌনাঙ্গেরই সংরক্ষণ।

তা ছাড়া বর্তমানে ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মুক্তচিন্তার নামে সর্বত্র নষ্টামি ও নোংরামির যে চর্চা শুরু হয়েছে, তা মানুষকে লাজ-শরম ভুলে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় লিপ্ত করছে; যুবকদের দেহমনে লাগিয়ে দিচ্ছে যৌবনের আগুন। ফলে তারা আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, নিমজ্জিত হচ্ছে সীমাহীন পাপাচারে। এসবের কারণ অনুসন্ধান করলে সর্বাগ্রে যে-হেতুটি পাওয়া যায়, তা হলো—দৃষ্টির অসংযত ব্যবহার।

কীভাবে করবেন নজরের হেফাজত! নজরের হেফাজত করলে কী পুরস্কার রয়েছে আপনার জন্য? বিপরীতে কুদৃষ্টির ফলে কী শাস্তি অপেক্ষা করছে, তারই অনবদ্য গ্রন্থনা-'নজরের হেফাজত : সফলতার হাতিয়ার'